শ্রীশ্রীবৈষ্ণব গোঁসাঞির

ভাবামৃত।

দেবরাজ, কমলাসন, শঙ্কর, নারদ, শুক, সনকাদি ঋ
নিরন্তর নিষেব্যমান শ্রীমচ্চরণকমলযুগলস্থ। তমো
মোহ মহামোহ তামিস্রান্ধ তামিস্ররূপ সন্তত
পঞ্চক্লেশ সকল ভুবনোদ্ধারণ করণ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞির ভাবামৃত

সার পরমমধুর চরিতাবলী।

শ্রীব্রজনাথ দত্ত কর্ত্তৃক রচিত ও তস্য অনুজ

শ্রীরঘুনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সাং কাঁইগ্রাম জেলা বর্দ্ধমান।

হাঃ সাং মুর্শিদাবাদ চক্।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পণ্ডিত কর্ত্তৃক

সংশোধিত।

প্রথম সংস্করণ।

মুর্শিদাবাদ;

বহরমপুর,—রাধারমণযন্ত্রে

শ্রীরাধাবল্লভ নন্দী প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৯

৺রামনারায়ণ দত্তের বংশাবলী।

BENGAL LIBRARY.
WRITERS' BUILDINGS
Recd. on the 2 MAR 1905

সূচীপত্র।

৺রামনারায়ণ দত্তের বংশাবলী ০
উপক্রমণিকা ৵০
বিলাপ ৷৵০
গ্রন্থকারের নিবেদন ৸৵০
ভূমিকা ৸৶০
গুরুদেব বন্দনা ১৵০
বৈষ্ণব-বন্দনা ১৶০
গ্রন্থারম্ভ ১
নারায়ণদেহে স্বামির আবির্ভাব ও তৎসঙ্গে ভক্তবৃন্দের
ভাব ... ... ১—৪৬
রসতত্ত্ব ৪৭
স্বামী ভজন ৭৭
আত্মদৈন্য ৮০
শব্দগীত ৮৯
গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর ১০৫
অথ ভূততত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব ১১১
অথ প্রাণতত্ত্ব ১১৪
পঞ্চভূততত্ত্ব ১১৫
ইন্দ্রিয়তত্ত্ব ১১৫
লোকতত্ত্ব ১১৬
গোপীভাব শ্লোক ... ... ১২৫—১৪৫

উপক্রমণিকা।

—:০:—

বর্দ্ধমান জেলায় ডিঃ মণ্ডেশ্বরের অন্তর্গত কাইগ্রাম, উক্ত গ্রামে ৺রামনারায়ণ দত্ত বাস করিতেন। তিনি দুর্ব্বাঋষি-গোত্রে গন্ধবণিক কুলোদ্ভব। তাঁহার পুত্র ৺অযোধ্যারাম দত্ত। অযোধ্যারামের পুত্র ৺নন্দরাম দত্ত। এই নন্দরামের চারি পুত্র, ১ম ৺কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত, ২য় ৺নবকুমার দত্ত, ৩য় ৺রামকুমার দত্ত, ৪র্থ ৺রাধামোহন দত্ত। কনিষ্ঠ ৺রাধামোহনের পাঁচ পুত্র, জ্যেষ্ঠ ৺দীননাথ দত্ত, ২য় ব্রজনাথ দত্ত, ৩য় ৺যদুনাথ দত্ত, ৪র্থ রঘুনাথ দত্ত, ৫ম ৺দ্বারকানাথ দত্ত। এই পঞ্চ সহোদরের মাতার নাম ৺ইচ্ছাময়ী দাসী। ইচ্ছাময়ীর পিতার নাম ৺শিবরাম দত্ত, তৎপিতা ৺ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত। ইনি দুর্ব্বাঋষি গোত্রজ।

আমাদের পিতা ৺রাধামোহন দত্ত ১২৮০ সালে আশ্বিন-মাসে বিজয়াদশমীর দিন একাদশী তিথিতে পরলোক গমন করেন। মাতা ইচ্ছাময়ী দাসী তৎপূর্ব্বেই ১২৬৪ সালে আষাঢ়মাসে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ দীননাথ দত্ত ৫৬ বৎসর বয়সে ও তৃতীয় ভ্রাতা যদুনাথ দত্ত ২৩ বৎসর বয়সে এবং কনিষ্ঠভ্রাতা দ্বারিকানাথ দত্ত ৩॥ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

পিতা মাতা ও তিন সহোদরের মৃত্যুর পর আমি এবং দ্বিতীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দত্ত উভয়ে কার্য্য বশতঃ মুর্শিদাবাদ চকে আসিয়া বাস করি। দ্বিতীয় অগ্রজ ব্রজনাথ

প্রাতঃস্নান এবং একলক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মপথের অনুসরণ, সাধু, গুরুজন, ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন প্রভৃতি সৎকার্য্যে রত থাকিতেন। দুস্তর সংসার-সমুদ্র হইতে কিরূপে উত্তীর্ণ হইবেন, এই চিন্তায় সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিয়া স্থির করেন যে, কলিতে কৃষ্ণ আরাধনাই জীবনের একমাত্র মুক্তির উপায় এবং "কৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহার নামের ক্ষমতা অধিক" এই সর্ব্ববাদী সম্মত বাক্য স্মরণ করিয়া কৃষ্ণপ্রিয় বৈষ্ণবগণের যথোচিত ভক্তি করেন। তিনি বৈষ্ণবদর্শনে গদ্গদ অঙ্গ হইয়া তাঁহাদের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইতেন। সাধু অতিথি সন্ন্যাসীগণ তাঁহার প্রদত্ত সেবা ও ভক্তিদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন।

আমাদের দীক্ষিত হওয়ার দুই বৎসর পরে ১২৮০ সালে আশ্বিনমাসে বিজয়ার দিন একাদশী তিথিতে আমাদের পিতৃ-দেব ৺রাধামোহন দত্ত আমাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া হরি-পাদপদ্ম লাভ করেন। ১২৮১ সালে বৈশাখমাসে আমার অগ্রজ ব্রজনাথ দত্ত ইষ্টমন্ত্র পুরশ্চারণ করাইলেন। পুরশ্চার-ণের তিন দিন পরে চতুর্থ দিবসে দীক্ষাগুরুদেব দর্শন দিলেন ও তাহার দুই দিন পরে শ্রীশ্রীফকিরচাঁদ গোঁসাইএর ভক্ত দুই জন আসিয়া দর্শন দেন। ইঁহাদের এক জনের নাম রামগোলাম ও অপরের নাম ভরত। ইঁহাদের পরিচয় "ভক্তি ও ভক্ত" নামক গ্রন্থে বিশেষরূপে দেওয়া আছে। ভক্তদ্বয় গুরুদেব সহ একত্রে বসিয়া শাস্ত্র আলাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অগ্রজ ব্রজনাথ দত্তের মন তাহাতে তৃপ্ত হইল না। তিনি বলিলেন "ভগবান্ কৃষ্ণ যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও

'মুনি ধ্যানে জানিয়াছেন'। বর্ত্তমান গোঁসাই ভক্ত গোঁসাই আরাধনা করিয়া থাকেন। কলিকালে তাহাকেই ভাব বলে। শেষোক্ত গ্রন্থখানি মুর্শিদাবাদাধিপতি নবাব বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সংশোধনার্থ প্রদান করেন। ইতিমধ্যে দুর্ভাগ্যবশতঃ অগ্রজ মহাশয় ১৩০৮ সালের ৩০শে চৈত্র সংক্রান্তির দিন রবিবারে বেলা ২টা সময় আমাকে চিরকালের জন্য শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহ লীলা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। তিনি "বৈষ্ণব গোঁসাইয়ের ভাবামৃত" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে অনুমতি করিলেন। ঐ সময়ে তিনি আমাকে তাঁহার শেষ সদুপদেশ প্রদান করিয়া "গোঁসাই, গোঁসাই, গোঁসাই" বলিয়া গোঁসাইয়ে লীন হইলেন। হে করুণাময় গোঁসাই! বোধ হয় দাদাকে ইহসংসারে রাখা আর আপনার অভিপ্রেত ছিল না, সেই জন্য আপনি আপনার ভক্তকে আপন সন্নিধানে গ্রহণ করিলেন। আমি মুহূর্ত্তমধ্যে মনুষ্য জীবনের অসারতা জানিলাম। এইমাত্র দাদার সহিত একত্রে বসিয়া কথা কহিতেছিলাম, এইমাত্র তিনি আমাকে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন আর এখনি তাঁহার আত্মা দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোঁসাইয়ে মিশিয়া গেল। হায়! দাদা কোথায় গেলেন? কি অপরাধে এ হতভাগ্য অনুজকে নিরাশ্রয় করিয়া চলিয়া গেলেন? হে গোঁসাই! দাদাকে কোথায় পাঠাইলেন? আমি কোথায় আর তাঁহার চরণ-

যুগল দর্শন করিব? আমি অতি মন্দভাগ্য, তাই দাদার অনুগমন করিতে পারিলাম না। আর আমাকে কে উপদেশ প্রদান করিবে? কে আমার মঙ্গলের জন্য পুনঃ পুনঃ গোঁসাইয়ের নিকট প্রার্থনা করিবে? কি কুক্ষণেই আজ আমি কলিকাতা মেটীয়াবুরুজে আসিলাম, মনের শত শত বাসনা মনেই রহিল, পিতার তুল্য দাদাকে হারাইলাম! পিতার মৃত্যুর পর দাদার অনুগ্রহে এক দিনের জন্যও আমার মনে পিতৃশোক জাগরিত হয় নাই! পিতার অভাবে, দাদার উপর কত অভিমান করিয়াছি, কত বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইয়াছি, তথাপি তাঁহার মনে ভ্রাতৃস্নেহ বিচলিত হয় নাই! হায় দাদা ক্ষণেকের জন্যও আমার বিরসবদন নিরীক্ষণ করিলে আপনি স্থির থাকিতে পারিতেন না; আর আজ আমি আপনার নিকট উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছি, একবারও সান্ত্বনা করিতেছেন না। আমার আহার করিতে ক্ষণেক বিলম্ব হইলে আপনি "খাও, খাও" করিয়া ব্যস্ত হইতেন! আমার অসুখ হইলে সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনি শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন! এরূপ ভ্রাতৃস্নেহ সচরাচর দেখা যায় না! আর কে আমাকে গোঁসাই চিন্তা করিবার উপদেশ প্রদান করিবে! আমি অতি অভাজন তাই এমন দাদা পাইয়া হারাইলাম! দাদা, আমি কি আপনার ন্যায় "গোঁসাই, গোঁসাই" বলিতে বলিতে মরিতে পারিব!

পরে শোকসন্তপ্তহৃদয়ে মৃতদেহ শ্মশানে আনীত হইল! শ্মশানে আসিয়া আমার চিন্তাস্রোত প্রবল হইল। শ্মশান পুণ্য স্থান; এস্থানে রাজা, মহারাজ, ধনী, দরিদ্র সকলেরই

বিলাপ।

গুরু মোর ব্রজনাথ রাধার নন্দন।
শ্রীযদুনন্দন কৃষ্ণ যার প্রাণধন॥
উন্নত প্রভাব যাঁর নিজ কৃপা মতে।
অভিষেক অর্পণ করিল মোর চিতে॥
সেই গুরুপাদপদ্ম লইনু শরণ।
যার কৃপা হৈতে মোর ঘুচিল বন্ধন॥
অপার দুঃখের মাঝে আছিনু পড়িয়া।
কৃপা-রজ্জু দিয়া মোরে আনিল তুলিয়া॥
কৃপার সাগর যেই পর দুঃখে দুঃখী।
যেই ব্রজনাথ গুরু মোরে কৈল সুখী॥
শ্রীগোঁসাই গাঢ়-ভক্তি প্রযত্ন করিয়া।
পান করাইল মোরে অধম দেখিয়া॥
তাঁর পাদপদ্মযুগ দৃঢ় করি ধরি।
যেই শিখাইল মোরে ভক্তির মাধুরী॥
যে অবধি গুরু মম ছাড়ি গেছে মোরে।
সেই হ'তে মুখে মোর বাক্য নাহি সরে
চল প্রভু ল'য়ে চল গোঁসাই সদন।
স্থির নেত্রে হেরিব সে যুগলচরণ॥
যদি মোরে পাপী বলি না দেন দর্শন।
তাঁদের সম্মুখে আমি ত্যজিব জীবন॥
অনিত্য এ দেহ এবে জলবিম্ব প্রায়।
ক্ষণেকে বিলুপ্ত হ'বে নাহিক সংশয়॥

স্বামী-মুখাম্বুজোচ্ছিষ্ট পরম আদরে ।
ব্রজনাথ কবে আনি দিবেন আমারে ॥
সে প্রসাদ আনি যবে মোরে অগ্রে দিবে ।
এ দাসের অভিলাষ পূর্ণ তবে হ'বে ॥
সুদীন রাখাল কহে হইয়া আকুল ।
কোথা গেলে গুরু মম হ'য়ে প্রতিকূল ॥
কি দোষ পাইয়া বল জীবনে আমার ।
কমনীয় সুকায়, করিলে পরিহার ॥
রমণীয় বাসগৃহ উপবন আর ।
তোমা বিনা হইয়াছে সব অন্ধকার ॥
বিনোদ বিপিনমাঝে যত ফুলরাশি ।
তোমা বিনা মন-দুঃখে ত্যজিয়াছে হাঁসি ॥
নীরব ভকত কুল করিছে রোদন ।
বাক্য-হীন হইয়াছে আমার বদন ॥
মধুকর মন-দুঃখে না যায় কমলে ।
তোমার বিহনে সবে ভাসে আঁখিজলে ॥
গতিহীন হইয়াছে মলয় পবন ।
মৃদু-মন্দভাবে আর করে না বহন ॥
বজ্রাঘাত পড়িয়াছে রাখালের শিরে ।
ভাসিতেছি নিরবধি নয়নের নীরে ॥
তোমার অভাবে আজি হে রসনিধান ।
বিনোদ বিপিন যেন শ্মশান সমান ॥
সেই সমুদায় এবে র'য়েছে হেথায় ।
কিন্তু প্রাণসখা তুমি গেলে হে কোথায় ॥

নিদারুণ শেল মগ রহিল হৃদয়ে ।
দেখিতে না পেনু তোমা মরণ সময়ে ॥
বড় সাধ লাগে মনে ওপদ নেহারি ।
তোমার নিছুনি লৈয়া ঘুঁই যাই মরি ॥
এই দুঃখ রহিলেক হিয়ার মাঝার ।
অন্তকালে চরণ না সেবিনু তোমার ॥
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন ।
শ্রীগোসাঞি পাদপদ্মে থাকে যেন মন ।

কিন্তু সংসারী লোক স্বামীর বর্ত্তমান লীলা ও ভক্তবৃন্দের ভাব বুঝিতে পারেন না। সেই মানুষরতন স্বামী যাহাকে কৃপা করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ চেতন প্রাপ্ত হইয়া মাধুর্য্যভাবরস আস্বাদন করেন।

যখন স্বামী মানবরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তখন তাহার কৃপাপাত্র ভিন্ন কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে কিম্বা চিনিতে পারে না। জীবের কথা কি, স্বয়ং বিধিকর্ত্তা ব্রহ্মাও কৃপা ভিন্ন চিনিতে পারেন নাই।

এক দিন ব্রহ্মা ভ্রমিতে ভ্রমিতে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণ রাখালগণ সহ মাঠে খেলা করিতেছেন, গোবৎসগণ চরিতেছে। তিনি কৃষ্ণকে সামান্য রাখাল জ্ঞানে সমস্ত গোবৎস হরণ করিয়া পর্ব্বতগুহা মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ ব্রহ্মার মন বুঝিয়া পুনরায় অবিকল সমস্ত গো বৎস সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বভাবে খেলা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা ভাবিলেন আমি সমস্ত গো বৎস হরণ করিয়া আনিলাম, দেখি এখন রামকৃষ্ণ কি করিতেছেন, এতেক চিন্তা করিয়া মাঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন পূর্ব্ববৎ সমস্তই গো বৎস চরিতেছে ও রামকৃষ্ণ রাখালগণ সহ খেলা করিতেছেন; ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া পর্ব্বত গুহায় গমন করিয়া দেখিলেন গো বৎস সমস্তই লুক্কায়িত আছে; পুনরায় কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া দেখেন যেন পর্ব্বতগুহা মধ্যে লুক্কায়িত গো বৎস সকল আসিয়া চরিতেছে। ব্রহ্মা এই লীলা দর্শনে যুগপৎ বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ধ্যানস্থ হইয়া জানিলেন কৃষ্ণ গোলোকপতি নিত্য মানুষ। তখন স্বীয়

অপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্য স্বামীকে স্তব করিতে লাগিলেন। এই দৃষ্টান্তে দেখুন তাঁহার কৃপা ভিন্ন তাঁহাকে জানিতে বা চিনিতে পারা যায় না। স্বামী বেদের অগোচর ভক্তাধীন ভক্তহৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজমান্। এই বর্ত্তমান কলিযুগে রাধাকান্তপুরে উদয় হইয়া রাজসাহীর অন্তর্গত পান্সীপাড়ায় অক্ষয় তলায় ভক্ত লইয়া লীলা খেলা করিয়া সন ১২৭৪ সালের মাঘ মাসে বর্ত্তমান দেহ লুকাইয়া স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। স্বামীর বর্ত্তমান নাম শ্রীশ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি।

এই গ্রন্থে বৈষ্ণব গোসাঞের ভক্তবৃন্দের ভাব, ভক্তিকার্য্য সমস্ত বর্ণন হইল। প্রথমতঃ শ্রীশ্রীগুরুদেব বন্দনা, বৈষ্ণব বন্দনা, গ্রন্থ আরম্ভে নারায়ণ দেহে স্বামীর আবির্ভাব, তৎসঙ্গে ভক্তবৃন্দের ভাব, রসতত্ত্বসার, স্বামীভজন, আত্মদৈন্য, শব্দগীত, গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরে আত্মতত্ত্ব, বস্তুতত্ত্ব, বৈধিভক্তি, রাগানুগাভক্তিতত্ত্ব ইত্যাদি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইল।

স্বামী ভক্তের দাসানুদাস শ্রীব্রজনাথ দত্ত।

শ্রীশ্রীগুরুদেব বন্দনা।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

বন্দে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল চরণ।
বন্দে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরবরণ॥
বন্দে শ্রীফকির চাঁদ বৈষ্ণব গোসাঞি।
বন্দে শ্রীমোহন চাঁদ সেই ত নিতাই॥
বন্দে শ্রীসহচরী তুমি ক্ষেপী মাতা।
মহাবিষ্ণু প্রসবিনী জগতের ধাতা॥
জীবের নিস্তার লাগি সেই বংশীধারী।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি॥
মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান॥
সত্য জ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস
অবশ্য তাহার হয় ব্রজধামে বাস॥
গুরুপাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি॥
হেন গুরু পাদপদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হ'তে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা॥
গুরুপাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ॥

বৈষ্ণবগোসাঞের ভাবামৃত

গ্রন্থারম্ভ।

জয়োস্তু ফকিরচাঁদ জগতের স্বামী।
জয় জয় ক্ষেপীমাতা তিন লোকগামী
জয় জয় সতঃসিদ্ধ মানুষরতন।
বেদাগমে নাহি তার কোন অন্বেষণ॥
দ্বাপরেতে নারায়ণ দৈবকী-উদরে।
গ্রহণ করেন জন্ম কংস-বধিবারে॥
বসুদেব কংসভয়ে রাখে নন্দগেহে।
সতঃসিদ্ধ নিত্যমানুষ আবির্ভাব দেহে॥
অযোনি সম্ভব সেই মানুষরতন।
ভক্ত লয়ে প্রেমানন্দে আনন্দিত মন॥
সে মানুষ করেন মানুষ ল'য়ে খেলা।
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর সে লীলা॥
প্রেমখেলা করিলেন নিত্য বৃন্দাবনে।
দ্বাদশ বৎসর পূর্ণে যান গোলক ধামে॥
কলিকালে মহাপাপী হ'ল জীবগণ।
স্বামী ভাবিলেন জীব মুক্তির কারণ॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভে উদয় নিমাই।
বলরাম জন্মে আসি নাম যে নিতাই॥
সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ লইল জনম।
সেই সব ভক্ত আসি মিলিল তখন॥

বর পেয়ে আনন্দেতে করিল গমন।
একারণে নারায়ণ লইল জনম॥
শ্রীফকিরচাঁদ নাম রাখেন পিতায়।
রাধাকান্তপুরে হ'ল বৈকুণ্ঠ আলয়॥
বয়ঃ প্রাপ্তে স্বামীভাব প্রকাশ হইল।
মাতা পিতা বন্ধুগণ অপ্রাকৃত হ'ল॥
ভ্রমণে ফকিরচাঁদ করিল গমন।
সে সময় স্বতঃসিদ্ধ মানুষরতন॥
শ্রীফকিরচাঁদ দেহে হইল উদয়।
বৈষ্ণবগোসাঞি নাম ধারণ করয়॥
ভক্তবৃন্দ এই কথা রাখিবে স্মরণ।
অযোনি সম্ভব এই মানুষরতন॥
স্বয়ং কৃষ্ণ পুত্র মহাবিষ্ণু নিরঞ্জন।
মহাবিষ্ণু অংশ ব্রহ্মা শিব নারায়ণ॥
মূল হৈতে হয় সব অংশ অবতার।
যেই অংশ সেই মূল জান সারোদ্ধার॥
এতে নাই ভেদাভেদ নিশ্চয় বচন।
অভেদ একই আত্মা হন নারায়ণ॥
যার যেই ভাব হয় সেই সে উত্তম।
তাহা বিচারিয়া দেখ হয় তারতম্য॥
অংশরূপ অবতারের ভাব ঐশ্বর্য্য।
স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ ভাব হয় ত মাধুর্য্য॥
ঐশ্বর্য্য সাধনে ভক্ত লভে গতি মুক্তি।
মাধুর্য্য সাধনে ভক্তে হয় স্বামী প্রাপ্তি॥

এহি স্বামী বৈষ্ণবগোসাঞি নাম ধরে।
ভক্তে দয়া করিতে উদয় মর্ত্ত্যপুরে॥
ভক্তবাঞ্ছা পূরাইতে বৈষ্ণবগোসাঞি।
পান্সীপাড়ায় উদয় হইলেন সাঞি॥
রাজসাহী অন্তর্গত পান্সীপাড়া গ্রাম।
মাঝ মাঠে বৃক্ষতটে গোসাঞের ধাম॥
ভক্তে ভাব বিতরিতে বসিলেন সাঞি।
সহচরী নাম এবে ধরিলেন রাই॥
লীলার সহায় লাগি স্বয়ং বলরাম।
ধারণ করিল শ্রীমোহনচাঁদ নাম॥
দেশদেশান্তরে পূর্ব্ব লীলার ভক্তগণ।
স্বামীসেবা আশে করে জনম গ্রহণ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
কলিতে জন্মিল আসি সেবিতে চরণ॥
গদাধর হরিদাস আর যে শ্রীবাস।
জন্মিল গোপালভট্ট রঘুনাথদাস॥
রূপ সনাতন আদি রামানন্দরায়।
শ্রীজীব গোসাঞি আর ভক্তবৃন্দচয়॥
ক্রমান্বয়ে ভক্তগণ অবতীর্ণ হৈল।
স্বামীকৃপাবলে সবে চরণ পাইল॥
এই সব ভক্ত লয়ে গোসাঞের লীলা।
ভাবদেশে ভক্ত সনে করে নানাখেলা॥
রাজসাহী অন্তর্গত পান্সীপাড়া গ্রাম।
শ্রীগোসাঞি করিলেন সেই স্থানে ধাম॥

পূর্ণশক্তি রাধাসতী সহচরী মাতা।
রন্ধন মন্দিরে স্বয়ং আর কিবা কথা॥
দৃষ্টিমাত্র পরিপূর্ণ হয় যে ভাণ্ডার।
অসীম মাতার কার্য্য মহিমা অপার॥
সকলে তথায় সে মহাপ্রসাদ পায়।
আনন্দে যুগল রূপ দর্শন করয়॥
প্রেমানন্দে ভক্তবৃন্দ সে স্থানেতে রয়।
স্বামীকৃপা পাত্র বটে সেই ভক্তচয়॥
সহচরী মাতা দয়া করে ভক্তবৃন্দে।
ভক্তসনে ভাবদেশে খেলেন আনন্দে॥
কিছু দিন পরে মাতা ভাবিলেন মনে।
ভক্তসনে অভক্ত যে আসে মম স্থানে॥
মহাপ্রসাদ ভক্তিভাবে না করে গ্রহণ।
কিছু খায় কিছু ফেলে শ্রদ্ধাহীন মন॥
আমার পাকের অন্ন অপচয় হয়।
সে জীবের অপরাধ হইবে নিশ্চয়॥
এত ভাবি গোসাঞি স্থানে করে নিবেদন
মম বাক্য শ্রীগোসাঞি করহ শ্রবণ॥
গৃহীভক্ত সহ এথা আসে অন্য জন।
মহা গোলযোগ হ'তে লাগিল এখন॥
এহেতু রন্ধন আমি আর না করিব।
নিস্তব্ধ পাগল বেশে সর্ব্বদা রহিব॥
গোসাঞি ফকিরচাঁদ বুঝিলেন মর্ম্ম।
সহচরী ছাড়িলেন রন্ধনের কর্ম্ম॥

কখন জ্বরতী বেশে দেন দরশন।
অপূর্ব্ব মূরতি তাঁর ভক্ত বিমোহন॥
আপ্ত ভক্ত সেইরূপ করে দরশন।
দিবারাত্র আনন্দেতে রহে ভক্তগণ॥
হৃদিপদ্মে শ্রীগোসাঞে করিয়ে ধারণ।
তদ্‌বামে ক্ষেপীমাতা করত স্থাপন॥
পদ্মাসনে যুগ্মরূপ করিয়া স্থাপন।
ভক্তবৃন্দ সদা করে ঐরূপ ভজন॥
ক্ষেপামাতা সদা রহে মন্দির ভিতরে।
মতিমাতা আদি সবে সেবাকার্য্য করে॥
জল দাও পুড়ে গেল দেখ কি চাহিয়ে।
আশ্চর্য্য হইল সবে মুখপানে চেয়ে॥
প্যারীমাতা জল ল'য়ে তখনি আসিল।
আর শব্দ নাহি করি জল না লইল॥
সবমাতা মিলি তবে ভাবিতে লাগিল।
কি ভাবে বিভোর মাতা কিছু না বুঝিল॥
হরমাতা বলে এত ভাব দেশের কথা।
ভক্তদেশে কোন ভাব দেখিলেন মাতা॥
পরেতে ক্ষীরোদ মাতা মাতার হস্তেতে।
কালি ছাই লাগিয়াছে পাইল দেখিতে॥
বিশ্বময়ী মাতা হাত ধোয়াইয়া দেন।
জিজ্ঞাসিলে ক্ষেপীমাতা কিছু নাহি কন্॥
সব মাতা মিলি জিজ্ঞাসে গোসাঞি স্থানে।
মাতার হাতে কালি ছাই লাগে কি কারণে॥

গোপাল ভট্ট হন্ মদনচন্দ্র রায়।
বাড়ী এঁর জমিদারী পান্সীপাড়ায়॥
রাজসাহী অন্তর্গত পান্সীপাড়া গ্রাম।
গ্রাম অন্তে মাঠমধ্যে গোসাঞের ধাম॥
শ্রীগোসাঞের কৃপাপাত্র মদন রায়।
ভাবেতে গোসাঞি রূপ দরশন পায়॥
ভাবানন্দে মগ্ন থাকে দিবস রজনী।
স্বামীরূপ নেহারে বৈষ্ণবচূড়ামণি॥
স্বপ্নভাবে দেখে গোসাঞি নন্দের নন্দন।
এ ভাবেতে নানারূপ পায় দরশন॥
সুভক্ত মদনচন্দ্র রায় বিবরণ।
ভক্তিভক্ত গ্রন্থে আছে বিস্তৃত বর্ণন॥
পুলিন বিশ্বাসে স্বামী করিলেন দয়া।
ভাবদেশে নিজরূপ দেখা দেন গিয়া॥
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম মূর্ত্তি হেরিয়া নয়নে।
মন প্রাণ সমর্পিল স্বামী শ্রীচরণে॥
পুলিন বিশ্বাস হ'ল বড় অনুরাগী।
ভাব দরশন করে হয় গৃহত্যাগী॥
উদাসীন হ'য়ে গেল স্বামীর আলয়।
সেই স্থানে থাকি সদা ভজন করয়॥
ভাবের আনন্দে সদা থাকেন পুলিন।
কিছু দিন পরে শ্রীচরণে হৈল লীন॥
নীলকণ্ঠ গৌরীকান্ত আর গঙ্গারাম।
তিন সহোদর তাঁরা অতি গুণধাম॥

ভাবযোগ্য দেহ যে সকলের হইল।
মহাভাবে মগ্ন হ'য়ে তথায় রহিল॥
অচেতন ভক্ত সব স্বামীর কৃপায়।
এরূপে আসিয়া সবে পদ প্রাপ্ত হয়॥
মণিকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণনন্দন।
স্বামী নাম শ্রুত হ'য়ে করিল গমন॥
আসিল স্বামীর স্থানে দরশন আশে।
স্বামী দরশন করি আনন্দেতে ভাসে॥
ক্ষেপীমাতা শ্রীগোসাঞি দেন দরশন।
ভাবেতে হেরিয়ে রূপ হরষিত মন॥
বেদবিধি ছাড়ি মণি লইল শরণ।
নিষ্ঠাভাবে স্বামীপদ করেন ভজন॥
আনন্দেতে ভাবাবেশে থাকে দিবারাত্র।
স্বামীর কৃপায় মন হইল পবিত্র॥
মণিকৃষ্ণে দয়া করি কহেন গোসাঞি।
তব পূর্ব্ব বিবরণ বলিতেছি এই॥
হারাই পণ্ডিত নাম ছিল যে তোমার।
একারণে দরশন পাইলে আমার॥
শ্রীমুখের বাক্য শুনি প্রফুল্ল অন্তরে।
অবিরত বারিধারা নয়নেতে ঝরে॥
মণিকৃষ্ণ ভাবযোগ্য দেহ যে পাইল।
মহাভাবে মগ্ন হ'য়ে তথায় রহিল॥
মণিকৃষ্ণ মৃতদেহে দিয়াছে জীবন।
ভক্তি ভক্ত গ্রন্থে আছে বিস্তৃত বর্ণন॥

আইলেন শচী আর যশোদা মাধবী।
সৌদামিনী শরৎমণি মাতা সে গৌরবী।
জয়মণি জগৎমণি সে অম্বিকা মাতা।
ক্ষেপীমাকে নিবেদিল স্বভাবের কথা॥
প্রেমানন্দে মাতাগণ আসি স্বামীস্থানে।
ভাবাবেশে মাতা সব পড়িল চরণে॥
মাতা সকলের প্রতি দয়া করে সাঞি।
নিজরূপ ভাবদেশে দেখান গোসাঞি॥
ভাব দরশনে সবে আনন্দে মগন।
শ্রীগোসাঞি ক্ষেপীমাতা করেন ভজন॥
স্বামীপ্রেমে পাগল সকল মাতাগণ।
বন্দনা করয়ে ক্ষেপীমাতার চরণ॥
দিবসেতে স্বামীসেবা করে সাধু সবে।
রজনীতে সাধুগণ থাকে মহাভাবে॥
স্বামী সঙ্গে ভাবদেশে যায় বৃন্দাবন।
দ্বাপরের খেলা সব করে দরশন॥
মহানন্দে স্বামীসঙ্গে থাকে ভক্ত সব।
ভাব খেলা ক্ষেপীমাতা করে অসম্ভব॥
ভাবেতে মাতার রূপ হেরিয়া নয়নে।
ধৈর্য্য না ধরিতে পারে আপনার প্রাণে॥
প্রেমে বিগলিত সবে চক্ষে বহে ধারা।
বলে ক্ষেপামাতা মোর নয়নের তারা॥
প্রেমেতে উন্মত্ত হ'য়ে থাকে ভক্তগণ।
হৃদয় মাঝারে মাতা বিশ্ববিমোহন॥

পান্সীতে চড়েন স্বামী ভক্তবৃন্দ ল'য়ে।
খুলে দিল পান্সীকে গোসাঞি ধ্বনি দিয়ে॥
সাধুগণ ভাবাবেশে থাকে মহানন্দে।
উজান বাহিয়া চলে মনের আনন্দে॥
দ্বিতীয় দিবসে পান্সী পৌঁছে গৌড়দেশে।
গৌড়বাসী ভক্ত সব দরশনে আসে॥
রমণী বালক বৃদ্ধ সকলে আসিল।
স্বামীর মাধুর্য্য হেরি বিস্ময় হইল॥
হাজার হাজার লোক দরশনে আসে।
ভক্ত সমাগমে মেলা হৈল গৌড়দেশে॥
স্বামীর মাধুর্য্য হেরি সব ভক্তগণ।
শরণ লইল সবে গোসাঞি চরণ॥
মহাভাব প্রকাশ করেন সেই স্থানে।
উদাস হইয়া ভক্ত ভাবে মনে মনে॥
স্বামীরূপ মাধুর্য্য হেরি ধৈর্য্য নাহি ধরে।
অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে॥
ভক্তবৃন্দে আদেশ করেন দয়াময়।
গৃহে বসি কর ভজন পাইবে আমায়॥
সান্ত্ববাক্য বলি সবে বিদায় করিল।
পঞ্চচত্বারিংশ ভক্তসঙ্গ না ছাড়িল॥
প্রেমানন্দ আদি করি পঁয়তাল্লিশ জন।
কায়মনে স্বামীপদে লইল শরণ॥
এই মহাভাব খেলা করে গৌড়দেশে।
সম্বরণ করেন ভাব তিন দিবসে॥

প্রেমানন্দাদি ভক্ত পঁয়তাল্লিশ জন।
কৌপীন পড়ায়ে স্বামী করে নিজগণ॥
ভাবযোগ্য দেহ সবে তখনি পাইল।
সকলেতে উদাসীন হইয়া রহিল॥
শতাধিক উদাসীন থাকে স্বামী স্থানে।
মাধুর্য্য হেররে সবে আনন্দিত মনে॥
প্রেমে গদ গদ হ'য়ে ভজে শ্রীচরণ।
ভাবদেশে লীলা খেলা করে দরশন॥
মোহনচাঁদ নীলকণ্ঠে করিলেন দয়া।
কৃতার্থ করিল তাকে দরশন দিয়া॥
নিজরূপে ভাবদেশে দেন দরশন।
হলধর রূপ দেখি আনন্দিত মন॥
আনন্দে প্রকাশ করে সাধুগণ সবা।
ভাবানন্দে সকলেতে করেন বিরাজ॥
নিতায়ে করিল দয়া সহচরী মাতা।
আশ্চর্য্য হইবে ভক্ত শুনি তার কথা॥
নিতাই নামে সাধু ছিল গাভীরক্ষণে।
সর্পাঘাতে মাঠমধ্যে মরিল পরাণে॥
তাহাকে উঠায়ে আনে অন্য সাধুগণ।
ক্ষেপীমাতা তার শিরে দিলেন চরণ॥
চরণ পরশমাত্রে উঠিয়া বসিল।
হেরিয়া ভকতবৃন্দ আনন্দিত হইল॥
রামগোপাল ভরত ভাই দুই জন।
কলিকাতায় বাণিজ্য করিত তখন॥

ঘরে চল ভাই রামগোলাম বলিল।
এ কথা শুনি ভরত চঞ্চল হইল॥
ভক্তিপথে বাধা দিতে আসিলেন ভাই।
রামগোলামে দয়া কর হে গোসাঞি॥
ভাবাবেশে দরশনে মন ফিরে গেল।
দুই ভেয়ে একমন তখন হইল॥
উভয়েতে যুক্তি করি ভাবে শ্রীচরণ।
কোথা আছ প্রাণনাথ দাও দরশন॥
ভাবেতে জানিল স্বামী পান্‌সীপাড়ায়।
উভয়েতে যুক্তি করি চলিল ত্বরায়॥
বর্ত্তমান দরশন পাইল তথায়।
মনানন্দে দুই ভাই ভজন করয়॥
দুই সহোদর রামগোলাম ভরত।
চরণ-নিকটে তারা থাকে অবিরত॥
ভাবদেশে নানা খেলা করেন গোসাঞি
ভাবানন্দে মগ্ন হ'য়ে রহে দুই ভাই॥
ক্ষেপামাতা দয়া করিলেন উভয়েরে।
নিজরূপ ভাবে দেখান দু'জনেরে॥
রাধাকৃষ্ণ যুগল মূরতি দরশনে।
মহাভাব যোগ্যদেহ হৈল তৎক্ষণে॥
গোসাঞের কৃপাপাত্র ভাই দুই জন।
দিবানিশি করে তারা স্বামীর ভজন॥
কিছুদিন সেবাকার্য্য করেন তথায়।
সে সব সামগ্রী সেবা করে দয়াময়॥

স্বামী আজ্ঞা করিলেন শুন ভক্তগণ।
এ দু'য়ের নাম ছিল রূপ সনাতন॥
কিছু দিন পরে স্বামী দেহ লুকাইল।
রূপ সনাতন দেহে উদয় হইল॥
ক্ষেপীমাতা একা দেহ রহেন ধরিয়া।
ভাবাবেশে সদা থাকে নীরব হইয়া॥
দেশদেশান্তরে ভক্ত আছে অচেতন।
চেতন করেন সবে দিয়া দরশন॥
ভাব দরশন করি পায় শ্রীচরণ।
ক্রমান্বয়ে বহু ভক্ত হইল তখন॥
ভক্ত যদি চিন্তা করে মাতার চরণ।
স্বপ্নাভাবে মাতা তারে দেন দরশন॥
এ মতে ভকতে দয়া করে দয়াময়ী।
সেই সব ভক্ত হৈল ত্রিসংসার জয়ী॥
বেদাচার ভজনেতে প্রাপ্তি নাহি হয়।
বেদ অগোচর বস্তু স্বামী দয়াময়॥
চেতন হইল বেণী গোসাঞি কৃপায়।
স্থানেতে আসিয়া স্বামী দরশন পায়॥
অনুরাগে পরাণচাঁদ গৃহ ছাড়িয়া।
মানুষের তত্ত্ব করেন দেশ ভ্রমিয়া॥
ক্রমে আসি উপনীত কাগৈল গ্রামেতে।
অনুরাগী হরিদাস থাকেন তথাতে॥
তার স্থানে এ মানুষের তত্ত্ব পাইল।
অনুরাগে পরাণচাঁদ তঁখনি চলিল॥

হেরিয়া ভক্তের ভাব সাধু দুই জন।
মায়া মোহে ভুলালেন কৃষ্ণের সুমন॥
পূর্ব্বভাব সম্বরিয়া হইলেন ধৈর্য্য।
স্থির হ'য়ে করে সব সাংসারিক কার্য্য।
সাধুসেবা লাগি দ্রব্য করে আয়োজন।
স্নান করি সাধুগণ আসেন তখন॥
জলসেবা করিলেন সাধু দুই জনে।
তৎপরে ভরত সাধু গেলেন রন্ধনে॥
বিশ্বাসের পত্নী আখা জ্বালাইয়া দেয়।
রন্ধনের দ্রব্য সব আনিল ত্বরায়॥
নানাবিধ দ্রব্য সাধু করিল রন্ধন।
পুরী পরমান্ন আদি বিবিধ ব্যঞ্জন॥
বিশ্বাস সেবার স্থান করে পরিষ্কার।
বসিতে আসন দেন অতি চমৎকার॥
বসিলেন সেবায় শ্রীরূপ সনাতন।
স্বামীসেবা দরশন করে ভক্তগণ॥
সেবা অন্তে ভক্তগণ প্রসাদ পাইল।
প্রসাদ পাইয়া সবে কৃতার্থ হইল॥
এই মতে প্রতিদিন স্বামীসেবা হয়।
বিশ্বাস সপরিবারে আনন্দেতে রয়॥
গোসাঞের ভাবে মত্ত হইল তখন।
অহর্নিশ স্বামীনাম করেন ভজন॥
ভাবদেশে স্বামী তারে দেন দরশন।
অপরূপ রূপ হেরি ঝরে দুনয়ন॥

স্ত্রীপুরুষে আনন্দেতে করে সাধুসেবা।
পতিকে বলেন সাধুগণে যাইতে না দিবা॥
গোসাঞের সেবাকার্য্য সে স্থানেতে হয়।
দুই সাধু কিছু দিন থাকেন তথায়॥
যে দ্রব্য করিবে সেবা স্বামী দয়াময়।
নিশিযোগে ভাবদেশে ভক্তেরে দেখায়॥
প্রাতে উঠে সেই দ্রব্য করে আয়োজন।
রন্ধন করেন সাধু আনন্দিত মন॥
প্রতিদিন এই মতে স্বামীসেবা হয়।
সাধুসঙ্গে ভক্তবৃন্দ আনন্দেতে রয়॥
কৃষ্ণ পরিবার ল'য়ে যান কার্য্য স্থানে।
সাধুসহ উপস্থিত জলঙ্গি ভবনে॥
সেই স্থানে সাধু ল'য়ে করেন আনন্দ।
বিশ্বাসের ঘুচে গেল সব চিত্তধন্ধ॥
পূর্ব্বমত স্বামীসেবা করেন তথায়।
ভাবাবেশে মগ্ন হ'য়ে দিবানিশি রয়॥
ভাবদেশে নানা খেলা করে দরশন।
গোসাঞি ভজন করে সবে সর্ব্বক্ষণ॥
রামগোলাম ভরত সাধু দুই জন।
কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাসকে কহেন তখন॥
তব পত্নী ইচ্ছা করে মাতা দরশনে।
সকলে মিলিয়া চল যাই স্বামী স্থানে॥
এই যুক্তি করি প্রাতে করিল গমন।
দিবা শেষে স্বামী স্থানে উপস্থিত হন্॥

ভক্ত অপরাধ স্বামী না করে গ্রহণ।
নিশি দিবা স্বামী নাম করহ ভজন॥
স্নান করি আসি সাধু করেন রন্ধন।
কার্য্যস্থল হৈতে কৃষ্ণ আসিল তখন॥
সমাধা রন্ধন কার্য্য হইল ত্বরায়।
বসিবার কারণ আসন আনি দেয়॥
সেবায় বসেন সাধু ভক্তবৃন্দ ল'য়ে।
ভক্ত দ্রব্য সেবা করে পরিতুষ্ট হ'য়ে॥
এই মত প্রতিদিন হয় সেবা কার্য্য।
ভক্তবৃন্দ ভাবদেশে দেখেন আশ্চর্য্য॥
যে দিন যা সেবা হ'বে পূর্ব্বদিন ভাবে।
সেই দ্রব্য দরশন করে ভক্ত সবে॥
সেই ভাব মত দ্রব্য আনে ভক্তগণে।
ভক্তগণ স্বামী সেবা করে প্রাণপণে॥
এই মতে স্বামী সেবা হইতে লাগিল।
সেবানন্দে বিশ্বাস যে আমোদে মাতিল॥
নিশিযোগে ভাবখেলা করে বিলোকন।
স্বামী প্রেমে মগন হইল তার মন॥
এই ভাবে বহু দিন রহেন তথায়।
সে স্থানের ভক্ত সবে হ'লেন সদয়॥
বিশ্বাসের মধ্যম তনয় সে ভাব রতন।
স্বামী প্রেমে উন্মত্ত থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
শ্রীগোসাঞি ক্ষেপীমাতা করয়ে ভোজন।
ভাবদেশে মাতা তারে দেন দরশন॥

সমাদরে স্থান দেন আপন বাসায়।
সাধুসঙ্গে বিশ্বাস যে থাকেন তথায়॥
নিজকার্য্যে বিশ্বাস বহরম্পুর যায়।
কালাচাঁদ গৃহে সেবা সাধুর করয়॥
এই স্থানে নিজ তত্ত্ব করিব প্রকাশ।
দোষ ক্ষম ভক্তগণ আমি ভক্তদাস॥
ব্রজনাথ নাম মোর করি নিবেদন।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মোর শুন সর্ব্বজন॥
বর্দ্ধমান অন্তর্গত বড়কান্দরা গ্রাম।
শ্রীপাঠ আমার হয় সেই নিত্য ধাম॥
বৃন্দাবনচন্দ্র পাঠ গদাধর পরিবার।
কৃষ্ণলাল ঠাকুর আমার কর্ণধার॥
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র কর্ণে দিলেন আমার।
তৎকালে উপদেশ দেন সারোদ্ধার॥
সাধুসঙ্গ কর শাস্ত্র করহ পঠন।
ইহাতে পাইবে তুমি মানুষরতন॥
সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য হইল আমার।
গুরু আজ্ঞা মত কার্য্য করি নিরন্তর॥
মুদ্রা পূজা তিলক আহ্নিক হরিনাম।
ভক্তিতত্ত্ব গ্রন্থ আমি পাঠ করিতাম॥
শ্রীগুরু-পাদুকা ল'য়ে রাখি সিংহাসনে।
চন্দন তুলসী দিয়া পূজি এক মনে॥
এই মতে প্রতিদিন গুরুপূজা করি।
সদা ডাকি কোথা আছ ওহে বংশীধারী॥

অন্য কোন জপ তপ পূজা পাঠ নাই।
দিবানিশি মুখে বল ফকিরগোসাঞি॥
ইহা বই তন্ত্র মন্ত্র আর কিছু নাই।
সার তত্ত্ব কহিলাম বুঝ এই ঠাঁই॥
উপদেশ আছে কিছু করহ শ্রবণ।
জীবে দয়া নামে রুচি রাখ সর্ব্বক্ষণ॥
রিপুর দমন চেষ্টা করিবে যতনে।
পরনারী মাতৃভাবে হেরিবে নয়নে॥
কর্ম্ম অন্ন তুমি নাহি করিবে আহার।
উচ্ছিষ্ট না লবে কভু এই কথা সার॥
শ্রীগোসাঞে হৃদ্‌পদ্মে করিয়া স্থাপনে।
প্রতি গ্রাসে স্বামী বলি দিবে হে বদনে॥
এই ভাবে ভক্তমুখে স্বামীসেবা হয়।
শ্রীমুখের আজ্ঞা ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
এজন্য উচ্ছিষ্ট ভক্তে না করে গ্রহণ।
এ তত্ত্ব কহিনু তোমা না হও বিস্মরণ॥
নৈষ্ঠিক হইয়ে ভজ স্বামী শ্রীচরণ।
সপ্তাহের মধ্যে তুমি পাবে দরশন॥
এই মত উপদেশ পাই সাধুস্থানে।
দিবানিশি চিন্তা করি আপনার মনে॥
বিধি ছাড়ি কিরূপে করিব এ ভজন।
বাহ্যক্রিয়া ছাড়িলে দূষিবে সর্ব্বজন॥
এই চিন্তা হয় মনে কি করি উপায়।
গ্রন্থে দেখি বিধি মতে প্রাপ্তি নাহি হয়॥

আদেশ দিলেন ভজ ফকিরগোসাঞি।
তব মন বুঝি দয়া করিবেন সাঞি॥
ভক্তি করি নিজগৃহে করিল গমন।
দিবানিশি শ্রীগোসাঞি করেন ভজন॥
করযুড়ি আসি মহাপ্রসাদ যাচয়।
প্রসাদ প্রদানে সাধু হ'লেন সদয়॥
প্রসাদ লইয়া যান আপন আলয়।
স্ত্রীপুরুষে মহানন্দে সে প্রসাদ পায়॥
ক্ষেপীমাতা শ্রীগোসাঞি সদা বলে মুখে।
দিবানিশি স্বামী নাম জপে মনসুখে॥
স্বামী দয়া করিলেন জানি ভক্ত মন।
ভাবদেশে নিজরূপ দেন দরশন॥
পাইয়া স্বামীর দয়া আনন্দে ভাসিল।
প্রেমানন্দে সাধুস্থানে সব নিবেদিল॥
ক্রমে ভাবযোগ্য দেহ হইল তাহার।
নিজধর্ম্ম ছাড়ি স্বামী নাম করে সার॥
ভাবদেশে বৃন্দাবন করিল গমন।
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা করে বিলোকন॥
সাধুস্থানে এই ভাব করেন প্রকাশ।
আজ্ঞা করিলেন তুমি হ'লে নিজদাস॥
মুন্সী সদর উদ্দিন জাতিতে যবন।
ভক্তি ভক্ত গ্রন্থে আছে বিস্তৃত বর্ণন॥
সাধুর নিকটে সদা আসেন গোবিন্দ।
ভাবতত্ত্ব শুনি মন হইল আনন্দ॥

ভজনের বলে হয় মাতা বশীভূত।
স্মরণমাত্রেতে মাতা হন উপস্থিত॥
মোন্নাবিবি ভাবতত্ত্ব না পারি বর্ণিতে।
ভাবদেশে থাকিতেন মাতা তাঁর সাথে॥
স্বামী স্থানে যে যে লোক করিত কামনা।
মাতায় বলিয়া মোন্না পূরা'ত কামনা॥
মোন্নাবিবি এই মত নিষ্ঠাবতী ছিল।
কিছু দিন পরে তার তনু লুকাইল॥
মোন্নাবিবি আদ্যোপান্ত সব বিবরণ।
ভক্তি ভক্ত গ্রন্থে তাহা আছয়ে বর্ণন॥
সাধু রামগোলাম ভরত দুই জন।
উভয়ে সাহেবগঞ্জ করিল গমন॥
সেই স্থানে ভক্ত ল'য়ে করেন আনন্দ।
তথাকার ভক্তের ঘুচিল নিরানন্দ॥
সকলেতে শ্রীগোসাঞি করেন ভজন।
দিবানিশি স্বামী নাম করেন কীর্ত্তন॥
পাইয়া স্বামীর কৃপা আনন্দ অন্তরে।
ভাবদেশে নানা রূপ দরশন করে॥
ভাবানন্দে ভক্ত সব থাকে নিরন্তর।
সাধু দরশনে ভক্ত হইল বিস্তর॥
ভক্তবৃন্দে দয়া করি করেন গমন।
এই মতে ভক্তদেশ ভ্রমেণ দু'জন॥
ভ্রমি পুনঃ আসিলেন রাজার বাজার।
গোবিন্দ নিরখি সাধু করে সমাদর॥

ভাবাবেশে মগ্ন হৈল গোবিন্দের মন।
স্বামীর ভজন করে রাগে অনুক্ষণ॥
এযাবৎ বর্ত্তমান আছেন তথায়।
শ্রীগোবিন্দ সাধু হয় বড় দয়াময়॥
সূর্য্যনারায়ণ স্বামীনাম গৃহে শুনি।
চিন্তাযুক্ত হইলেন মনেতে আপনি॥
গৃহছাড়ি বাহির হইয়া সেই ক্ষণ।
শ্রীগোসাঞি দরশনে করিল গমন॥
দুই দিনে পৌঁছিলেন পান্সীপাড়ায়।
স্থান দরশন করি আনন্দিত হয়॥
সাধু মাতাগণে তথা করে দরশন।
ভাব দেখি আনন্দিত হৈল তার মন॥
ছিলেন সাধুর মধ্যে পরাণ প্রধান।
সূর্য্যনারায়ণ লয় তাহার শরণ॥
পরাণ করিল দয়া সূর্য্যনারায়ণে।
ডোর কোপ্নি পড়াইয়া রাখে স্বামীস্থানে॥
শ্রীগোসাঞি ক্ষেপীমাতা করেন ভজন।
ভাবদেশে স্বামীরূপ পান দরশন॥
মনানন্দে ভাবাবেশে রহেন তথায়।
বৈষ্ণবগোসাঞি দয়া করেন তাহায়॥
এ মতে কিছু দিন রহেন স্বামীস্থানে।
পরাণ আদেশ করে সূর্য্যনারায়ণে॥
ভক্তদেশে গমন করহ এই ক্ষণ।
আজ্ঞা পেয়ে সূর্য্য তবে করিল গমন॥

প্রথমে আশ্রিত হ'বে মন্ত্র গুরুস্থানে।
গুরু আজ্ঞা পালন করিবে নিজমনে॥
সেই মন্ত্র দীক্ষাগুরু সাধিবে যতনে।
সাধিতে সাধিতে আজ্ঞা করিবে পালনে
তাঁর আজ্ঞাক্রমে সাধুসঙ্গ বাস হয়।
তাঁর আজ্ঞা অনুসারে হ'বে ভবাশ্রয়॥
ভবাশ্রয় রসাশ্রয় আর প্রেমাশ্রয়।
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ তিনে তিন হয়॥
দীক্ষাকালে মন্ত্র গুরু হইবে আশ্রয়।
প্রবর্ত্ত দেহেতে তাহা সাধিবে নিশ্চয়॥
সেই সাধসাঙ্গ দেহ চৌষট্টি অঙ্গেতে।
তারে বৈধি বলিয়া জানিবে মনেতে॥
সাধন প্রবর্ত্তদেহ বৈধি অঙ্গ হয়।
কর্ম্মাদি থাকিতে ভক্তি অধিকারী নয়॥

(তথাহি পদ্মপুরাণে।)

কর্ম্মকাণ্ডক্রিয়াচার বৈধিযুক্তং সমাস্থিতং
মহিষীনগরপ্রাপ্তি ধামান্তরপথাশ্রয়ং॥

মন্ত্রাশ্রয় যেই কালে গোত্রান্তর হয়।
শিক্ষাগুরু উপদেশে সাধন করয়॥
সার সাধ্যদেহ এই স্থাবরাধিকারী।
সাধিবে আশ্রয়তত্ত্ব কি পুরুষ নারী॥
দেবদেহ দেহান্তর হইবে আপনে।
তবে শিক্ষা সাধ্যবস্তু পাইবে যতনে॥

আবির্ভূত দেহে হ'বে সাধন প্রকৃতি।
স্বভাব প্রকৃতি হৈলে তবে রাগ রতি॥
প্রকৃতি পুরুষ এক দেহান্তর হৈলে।
রসাশ্রয় প্রেমাশ্রয় সাধন করিলে॥
এ সকল না হইলে বস্তু না পাইবে।
অপ্রাকৃত বস্তু সেই কেমনে জানিবে॥
শ্রীরূপের রূপ হয় নির্ম্মলতা রতি।
রাগধর্ম্ম না হইলে ব্রজে নাহি প্রাপ্তি॥
সেই ব্রজে অধিকারী শ্রীরূপমঞ্জরী।
নিত্যের শরীর তিনি রাগ অধিকারী॥
তিনি বিনা রাগ বস্তু ব্রজে নাহি আর।
ব্রজভূমি অধিকারী তিঁহি রাগসার॥
সাধ্যবস্তু স্বরূপ সাধন রতিরূপ।
রসনামে রসবতী রূপের স্বরূপ॥
প্রেমরতি শৃঙ্গার উজ্জ্বল রসকূপ।
রূপবতী রাধিকা সে রাগের স্বরূপ॥
প্রেমরতি তাহাতে উজ্জ্বল রস হৈল।
সেই সাঁজরেতে রূপ জনম লইল॥
সেই রূপ ব্রজেতে নিত্যের অধিকারী।
অতএব নাম তার শ্রীরূপমঞ্জরী॥
রসেতে রূপের জন্ম প্রেমের আলয়।
অতএব সেই রূপ রাগের আশ্রয়॥
সেই রূপ প্রেমরতি নেত্ররূপ রতি।
অতএব রাধারূপ বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রীতি॥

অক্ষয় সরসি-মাঝে এক উল্টা কমল।
পরমাত্মা স্থিতি স্থান অতি নিরমল॥
উল্টা কমলোপরে স্থিতির নির্দ্ধার।
শুনিবে সহজ বস্তু করিয়া বিচার॥
পশ্চাৎ লিখিব বস্তু পাবার নির্দ্ধার।
এবে শুন কহি কিছু করিয়া বিচার॥
সকল শরীরে হয় অর্দ্ধাঙ্গ অবলা।
অধঃ ঊর্দ্ধ মধ্য যুক্ত যার যাতে মেলা॥
পুরুষ প্রকৃতি দুই দেহ মধ্যে আছে।
যেখানে যাহার স্থান লতাবেড়া আছে
অক্ষয় সরসি রামেশ্বরের হৃদয়।
তাহার ভিতরে স্থিতি পদ্ম সুখময়॥
অক্ষয় সরসি নীলপদ্ম বর্ণ হয়।
মানসরোবরে পীতপদ্মের আশ্রয়॥
কামসরোবরে আছে শ্বেতপদ্ম বর্ণ।
ষড়তত্ত্ব শতদল কমলেতে পূর্ণ॥
তার মধ্যে গুপ্ত চন্দ্র দেশের বর্ণন।
কহিব তাহার কথা শুনহ লক্ষণ॥
অবলার অর্দ্ধ-অঙ্গ গুপ্তচন্দ্র দেশ।
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ বিশেষ॥
অধদেশ হৈতে দেখ অর্দ্ধ-অঙ্গ হয়।
গুপ্তচন্দ্র দেশ সীমা তাহাতে সে রয়।
রতনে খচিত তার বান্ধা চারি ঘাট।
সেই অর্দ্ধচন্দ্র শিব পরিল ললাট॥

অর্দ্ধচন্দ্র ধরে সেই মন্মথ মদন।
ত্রিকোণের তিন বাণ জিতে ত্রিভুবন॥
আর অর্দ্ধচন্দ্র হয় সেই দুই বাণ।
ভগাঙ্গ অঙ্গেতে হয় সজাতির নাম॥
যোজনেক হয় তার প্রথম দুয়ার।
তাহার কপাট আছে চৌতারের পার॥
তার পর দ্বিতীয় দুয়ার আছে তায়।
অতি অনুপম আছে মধ্যদেশ পায়॥
তার পর দ্বিতীয় দুয়ারেতে তসলা।
অতএব অর্দ্ধ-অঙ্গ হয় ত অবলা॥
তার পর নব সন্ধি আছে স্বতন্তর।
এই হেতু নাম তার কামসরোবর॥
সে কামসায়রে পদ্ম শ্বেতবর্ণ হয়।
কাম রতি অধিকার তাহাতে আশ্রয়॥
সেই কামসরোবর নির্ম্মিত ভগবান্।
ভগাঙ্গ তাহার নাম সায়র প্রধান॥
সেই সরোবর হয় নিত্যবস্তু সার।
জীব রতি প্রকৃতি রতির সুসংস্কার॥
প্রথম দুয়ারে হয় পৃথক্ দুঘাটেতে।
তার পর তিন দ্বার সে মধ্য দেশেতে॥
চতুর্থ দুয়ারে হয় সমুদ্রের সিন্ধু।
গন্ধকালী প্রকৃতি নামেতে শূন্য বিন্দু॥
নবম দুয়ারে কামসরোবর হয়।
ফুকারিয়া সেই কথা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

নরবপু নরপতি, নাহিক তাহাতে রতি,
কৃষ্ণমতি তাহাতে আশ্রয়।
নাই রতিরূপ তায়, ইন্দ্রিয়গণে যে গায়,
যোনিকীট বশীভূত হয়॥
সেই যোনি কীট ধারে, তাহাতে ফেলিয়া মারে,
দৃঢ়রতি না হইল মনে।
করিবে সতের সঙ্গ, সকল হইবে ভঙ্গ,
তবে পাবে শ্রীরূপ চরণে॥
ছাড়হ সংসার আশা, ব্রজপুরে করি বাসা,
মিছা কর্ম্ম দেহ রে ছাড়িয়া।
অনিমিত্ত কর্ম্ম যাতে, মন ডুবাইয়া তাতে,
কেন মর কূপেতে ডুবিয়া॥
মনেতে করহ রতি, শ্রীরূপ পরাণ পতি,
শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর সার।
অমৃতসায়রে ভাই, যাহা চাই তাহা পাই,
এই তত্ত্ব করিল বিচার॥
শ্রীরূপ রতির সার, অমৃতের সুভাণ্ডার,
কর্পূর লিপ্ত প্রেমে খচিত।
সেই সে সাধক জন, সেই রতি আস্বাদন,
সেই দেহ রতনে পূরিত॥

(তথাহি ভৃঙ্গরত্নাবলী।)

প্রেমামৃতসিন্ধু সর্ব্বস্ব কথা চ যঃ ভৃঙ্গঃ করোতি পুংসঃ।
দেহান্তরে স্বগণেষু রাগ শ্রীরূপপদোক্তি স্বরে তুলীনঃ॥

দেহের ভিতরে আছে সকল সংসার ।
কোন রূপে সে জীবের নাহি পারাবার ॥
গুরু উপদেশ নাই না জানে গুরুতত্ত্ব ।
দিবানিশি কি বিষয়ে থায় বিষ্ঠাগর্ত্ত ॥
অতএব না হইল শ্রীকৃষ্ণ ভজন ।
না জানিনু আপনার দেহ নিরূপণ ॥
প্রেম-সরোবর হয় নিত্যবস্তু ধাম ।
অকৈতব সেই প্রেম অপ্রাকৃত কাম ॥
অল্প সরোবর আছে তার পর নিত্য ।
নিত্যধাম হেতু অনিমিত্ত হয় সত্ত্ব ॥
সেই সরোবর হয় নির্ম্মিত সুঠাম ।
কহিব তাহার কথা শুন সাবধান ॥
সেই সরোবর হয় মাণিক খচিত ।
সেই নিত্য ধাম হয় সুবর্ণে জড়িত ॥
চারিদিকে চারি ঘাট বান্ধা স্বর্ণপুটে ।
কস্তুরি কুঙ্কুম্ মলয়াদি বেড়া ঘাটে ॥
সেই সরোবরে আছে পদ্ম চারি বর্ণ ।
রতিপদ্ম কামপদ্ম শূন্য-বিন্দু ঘর্ম্ম ॥
শূন্য-বিন্দু ঘাম-নদী শুক্ল নীল রতি ।
এই বস্তু-ধন সে প্রকৃতি দেহে স্থিতি ॥
প্রকৃতি সায়রে ঘর্ম্ম আকৈ মূলরতি ।
নহে যে প্রাকৃত কাম সিদ্ধিবস্তু প্রতি ॥
সাধিতে সাধিতে প্রকৃতি বস্তু লইবে ।
আপন শরীর ধর্ম্ম সাধিলে জানিবে ॥

তাহার পশ্চিমে সে সহজপুর গ্রাম।
সতঃসিদ্ধ মানুষের সেই নিত্য ধাম॥
রসিকগণের বাস সদানন্দপুর।
রসিক নাগর তাতে রসে সুপ্রচুর॥
সহজপুরের লোক সহজ আচার।
আচার সহজ নর রসের ভাণ্ডার॥
তার পর সূর্য্যোদয় সেই দেশে নাই।
শুনহ তাহার তত্ত্ব রসিকের ঠাঁই॥
সদানন্দ দেশকথা শুন ভক্তগণ।
চন্দ্র সূর্য্যোদয় নাই না চলে পবন॥
নীলকান্তি চন্দ্রকান্তি সূর্য্যকান্তি হয়।
এ তিনের কান্তি-ছটা স্থির সূর্য্যোদয়॥
তরঙ্গ বাঁকার জলে বহে সুধাধার।
তাহাতে পবন বহে শ্বাস নাসিকার॥
নাসিকা নিশ্বাস বহে বায়ু শীঘ্রগতি।
উদয় নাহিক রবি বর্ণছটা জ্যোতি॥
তাহার প্রকাশে হয় চন্দ্র সূর্য্যোদয়।
শাস্ত্রকার পুনঃ পুনঃ এই কথা কয়॥
নাসিকা পবন গতি শ্বাস তার চলে।
গ্রন্থকার পুনঃ পুনঃ এই কথা বলে॥
সতঃসিদ্ধ মানুষ সে সকলের সার।
শুনহ তাহার তত্ত্ব কহি দেশাচার॥
সেই সদানন্দপুর মানুষের দেশ।
বাঁকানদী স্থান কোণে এ স্থান বিশেষ॥

ঈশ্বরানীশ্বর দুই সকলে মিশ্রিত।
উজ্জ্বল মাধুর্য্য রস তাহাতে উদিত ॥
সকল রসেতে আছে ঈশ্বর মিশ্রিত।
রাধালীলা রসের মায়ার সহিত ॥

(তথাহি গোপীপ্রেমামৃতে।)
সাধকসংহ কৃষ্ণস্ত যোগমায়ামুপাস্থিতঃ।
ক্রীড়া কুঞ্জরসে লীলা গোপীপ্রেম সদাচরেৎ ॥

তার পর পদ্মগণের করি যে বিচার।
এক এক পদ্মের ঘাটে তিন তিন দ্বার ॥
কামসরোবরে শ্বেতপদ্মের বিচার।
তাহার প্রথম দ্বারে তিন তিন দ্বার ॥
শ্বেতপদ্মে মূল হয় গুপ্তচন্দ্র দেশ।
শ্বেতপদ্মে বত্রিশ দল ত সবিশেষ ॥
ত্রি অষ্ট চব্বিশ পদ্ম তিনঘাটে স্থিতি।
তিন দ্বার এক পদ্ম ঘাটের বসতি ॥
প্রথম দুয়ারে তার মাণিকাচ্ছাদন।
বাম ও দক্ষিণদিক বাঁধা সে রতন ॥
বামদিকে শ্বেতপদ্ম মূলদলে স্থিতি।
দক্ষিণে এক দল আছে পদ্মের প্রকৃতি ॥
তার পর তিনদ্বার মধ্যদেশ হয়।
তার তিন ঘাটে পদ্ম করয়ে উদয় ॥
সেই অধঃদেশ হয় শতদলে স্থিতি।
সেই শতদল মধ্যে আছে জীবরতি ॥

শতদল সপ্তদল আর শতদল।
ইহা হ'তে যত কিছু হইল সকল॥
সেই শতদল পদ্ম সকলের সার।
মানসরোবরে শতদলের সঞ্চার॥
ঈশ্বর ঘটিত সরোবর হয় নিত্য।
নরবপু নরাকার দলে অনিমিত্ত॥
সেই শতদলে হ'ব শক্তির প্রধান।
আর অষ্টদল হয় রতির সে স্থান॥
অষ্টদলে সেই রতি প্রকাশ করিল।
শূন্য শুক্রবিন্দু ঘাম তাহাতে জন্মিল॥
সেই শূন্য সেই শুক্র সেই বিন্দু ঘাম।
সেই অষ্টদল হ'তে রতি আস্বাদন॥
জীবরতি কামরতি আর দেহরতি।
শূন্য শুক্রবিন্দু ঘাম সেই দলে স্থিতি॥
প্রকাশ হইল রতি উদ্ভব প্রকাশ।
শতদল পদ্মরতি প্রকাশ আভাস॥
সুমেরু বেষ্টিত আছে সেই শতদলে।
সেই দল শক্তি হয় গ্রন্থকার বলে॥
সর্ব্বসার সর্ব্বদেব সংসার আধার।
কামসরোবর কাম বলি নিত্য সার॥
সর্ব্বদেব সরোবর কামদেব-রতি।
সেই অষ্টদল পদ্মে সর্ব্বদেব স্থিতি॥
হৃদয় মাঝারে থাকে মানসরোবর।
বিধির নির্ম্মাণ সরোবর-কলেবর॥

সেই অষ্টদলে অষ্ট নায়িকা জন্মিল।
সেই সর্ব্বদেব রতিশক্তি প্রকাশিল॥
সুলক্ষণা সুলোচনা আর রম্ভা উমা।
রুক্মিণী মেনকা তিলোত্তমা সত্যভামা॥
এই অষ্টদলে অষ্ট নায়িকা প্রকাশ।
নীলপদ্ম শ্বেতপদ্ম পীতপদ্ম ভাষ॥
তার পর অষ্টদলে নায়িকা অবগতি।
দক্ষিণেতে এই সব নাড়ী কোটা স্থিতি॥
বামদিকে শক্তিরূপে আছয়ে প্রকৃতি।
সর্ব্বশক্তি স্বরূপ গোবিন্দ প্রতি রতি॥
শক্তির প্রকৃতি রতি বিম্ব তিন ধরে।
অষ্টদল তার মধ্যে ধরিয়া অধরে॥
এই শুক্ররূপে ইহা নির্ম্মিত সরোবর।
কহিব ইহার তত্ত্ব শুনহ সত্বর॥
তার পর প্রেমসরোবর হয় নাম।
অমৃতসিঞ্চিত প্রেমসরোবর ধাম॥
কৃষ্ণরতি প্রেমরতি সপ্ত সরোবর।
চারি সাতে আটাশ কমলে সরোবর॥
অনীশ্বর ঈশ্বর উভয় মধু রত হয়।
সরোবর ঈশ্বরানীশ্বর প্রেম কয়॥
শুদ্ধসত্ত্ব অনীশ্বর মানুষ সে হয়।
ঈশ্বর মানুষরতি নিল পঞ্চাশ্রয়॥
মানসরোবর গেল প্রেমসরোবর।
তাহার নির্ণয় কহি শুনহ উত্তর॥

কলিঙ্গ নামেতে দেশ স্মৃতি হৈল মনে।
আদ্যোপান্ত এই হৈল গ্রন্থের বর্ণনে॥
রসের সায়র গ্রন্থ সুরে মহাসুর।
শ্রীরূপগণের ইহা নহে দূরাদূর॥
এইরূপ সিদ্ধবস্তু সাধনের সার।
রসতত্ত্ব গ্রন্থ হয় রসের ভাণ্ডার॥
নিত্যবস্তু অরসিকে না পারে সাধিতে।
রসতত্ত্ব বস্তু পায় রসিক ভক্তেতে॥
দেহতত্ত্ব জানিয়া যে সিদ্ধদেহ হয়।
সিদ্ধদেহে এই সাধন জানিবে নিশ্চয়॥
রসিক ভক্তের তত্ত্ব কর মহাশয়।
পয়ার প্রবন্ধে ইহা ব্রজনাথ কয়॥

স্বামী-ভজন।

কর মন বৈষ্ণবগোসাঞি পদ সার।
ভাবিয়া দেখহ মন গতি নাহি আর॥
ধন পুত্র পরিবার সব মায়া রঙ্গ।
কি সুখ লাগিয়া মন কর তার সঙ্গ॥
সব ছাড়ি শ্রীগোসাঞি নামে কর রতি।
মহাসুখ পাবে যাবে সকল বিপত্তি॥
কর্ম্মী জ্ঞানী সঙ্গ ছাড়ি সাধুসঙ্গে থাক।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সদা স্বামী বলি ডাক॥
সাধুসঙ্গে নিত্য কর স্বামীর ভজন।
তার পাদদ্বয় হৃদি করহ ধারণ॥
স্বামীপদ ছাড়ি আন পদ নাহি ভজ।
নৈষ্ঠিক হইয়া মন স্বামীপ্রেমে মজ॥
কৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি দৃঢ় করি জান।
এই পরম তত্ত্ব ইথে নাহিক আন॥
শ্রীগোসাঞি পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দীনহীন ব্রজ কহে গোসাঞি ভজন॥ ১

বৈষ্ণবগোসাঞি পদ কর মন সার।
ভাবিয়া দেখহ মন সকলি অসার॥
ধন জন পুত্র কন্যা কেবা আপনার।
অতএব কর মন স্বামীপদ সার॥

কুসঙ্গ ছাড়িয়া সদা সাধুসঙ্গে থাক।
পরম নিপুণ হ'য়ে স্বামী ব'লে ডাক॥
স্বামীর ভজনে তুমি সদা হও মত্ত।
সে চরণ-ধন পা'বে হইবে কৃতার্থ॥
শুন আত্মারাম মন কি বলিব তোরে।
সংসার-যাতনা আর নাহি দিও মোরে॥
ব্রজ বলে ওরে মন করি এ মিনতি।
স্বামীপাদপদ্মে যেন সদা থাকে মতি॥ ২॥
শ্রীগোসাঞি পদ ভজ মন অনিবার।
জীবনে মরণে গতি কেহ নাহি আর॥
কর্ম্ম জ্ঞান তপ যোগ দূরে পরিহরি।
নৈষ্ঠিক হইয়ে ভজ যুগলমাধুরী॥
সাধুপদাশ্রয় ল'য়ে সেব শ্রীগোসাঞি।
সেই রস আস্বাদন করিবে সদাই॥
অন্যের পরশ নাহি কর কদাচন।
রহিবে সাধুর সঙ্গে রঙ্গে সর্ব্বক্ষণ॥
এই তত্ত্ব মন তুমি জান সারোদ্ধার।
ইহা ছাড়া যত দেখ সকলি অসার॥
শ্রীগোসাঞি পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
এ ভজন গায় ক্ষেপীমাতার নন্দন॥ ৩॥
ভজ মন ক্ষেপীমাতা বৈষ্ণবগোসাঞি।
অনুরাগে ভজি পাবে ব্রজধামে ঠাঁই॥
ভজ মন শ্রীমোহন সেই ত নিতাই।
এ নাম ভজিলে প্রেমে মাতিবে সদাই॥

যুগল চরণাশ্রয়, ব্রজনাথ যেন পায়,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥ ১ ॥
কোথা স্বামী দয়াময়, অধমে হও সদয়,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
কৃপা কর নিজগুণে, আশ্রিত তব চরণে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
চঞ্চল আমার মন, রিপু-বশ সর্ব্বক্ষণ,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
রিপু-দমন করার, সে শক্তি নাই আমার,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
কাম ক্রোধ শত্রু হয়, কৃপা কর করি জয়,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
স্বামী তব কৃপাবলে, জিনিব রিপু সকলে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
মন হ'বে মহারাজা, রিপুগণ হবে প্রজা,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
মন-রাজা-অনুগত, রিপু হবে পদান্বিত,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
কাম আদি ছয় জনে, আজ্ঞাকারী সেই ক্ষণে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
ইন্দ্রিয় থাকিবে বশে, পাব পদ অনায়াসে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
মনে সদা এই দৈন্য, মনোবাঞ্ছা কর পূর্ণ,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।

ব্রজ মনে করে আশা, তব চরণ ভরসা,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥ ৪ ॥
কোথা ওহে দয়াময়, অধমে হও সদয়,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
তুমি মানুষরতন, ওহে ভক্ত প্রাণধন,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
এলে হে গোলোক ছেড়ে, অবতীর্ণ মর্ত্ত্যপুরে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
মানুষে সদয় হ'য়ে, খেল হে মানুষ ল'য়ে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
মানুষ যে ছয় জন, রূপ আদি সনাতন,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
আর যত ভক্তচয়, সবাই মানুষ হয়,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
মানুষ হ'য়েছে যারা, তারাই জিয়ন্তে মরা,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
দয়া কর নরপতি, মানুষেতে তব প্রীতি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
জীবে দিলে গতি মুক্তি, নিজগণে দিলে প্রাপ্তি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
মানুষে কহিলে কথা, ঘুচিবে মনের ব্যথা,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
মানুষের সঙ্গ চাই, দয়াতে মানুষ পাই,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।

ব্রজের এই মিনতি, মানুষে থাকে ভকতি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥ ৫ ॥
কোথা হে শ্রীদাম সখা, অধমে দাও হে দেখা,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
সখা সনে বৃন্দাবনে, খেলা কর নিত্যস্থানে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
ব্রজগোপী-মনচুরি, ক'রেছে হে বংশীধারী,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
একদিন বৃন্দাবনে, ক্রীড়া করে রাধা সনে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
সেই স্থানে উপস্থিত, আয়ান যে দুরানীত,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
ভয় পে'য়ে রাধা সতী, বলে রক্ষ প্রাণপতি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
রাধা-ভয় দূর তরে, কালীরূপ-ধর হ'য়ে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
দ্রৌপদী বিপদে পড়ি, ডাকে কোথা বংশীধারী,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
সেই বিপদ হইতে, মুক্তকর কটাক্ষেতে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
প'ড়েছি ভবসাগরে, উদ্ধার কর আমারে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
সঁপিলাম মন প্রাণ, শ্রীচরণে দাও স্থান,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।

অধমের মন জেনে, দয়া কর নিজগুণে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥ ৭ ॥
কোথা হে জগৎ স্বামী, জগৎ ছাড়া কি আমি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।
দয়া কর রাধাপতি, চরণে এই মিনতি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
বিষয় বিষ ঘুচিবে, মন কবে শুদ্ধ হ'বে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।
কবে পা'ব সেবাকার্য্য, আনন্দে করিব কার্য্য,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
পূর্ণ হ'বে মনস্কাম, লভিব অমূল্য ধাম,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।
সাধুসঙ্গে বাস করি, হ'ব তব আজ্ঞাকারী,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি, শ্রীচরণ সেবা করি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।
এই আশা সদা মনে, প্রাণ কাঁদে রাত্রি দিনে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
ওহে দয়াল গোসাঞি, আশা পূর্ণ কর সাঞি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
যেন পদ্মপত্রে জল, প্রাণ করে টলমল,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
এ দেহের নাই আশা, ক্ষণেকে ভাঙ্গিবে বাসা,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।

(৪)

কোন্ মানুষে এই মানুষের মন নিলো।
তোরা দেখে যা নদের চাঁদ, চাঁদ ব'লে কাঁদছে চাঁদ,
সে আর কেমন চাঁদ, সে কি এমন চাঁদ,
জগতের পর-চাঁদ হ'লো॥
আমি ঘর ছেড়ে দেখ্‌লাম পর,
পরের কি আছে পরশ, সে আর কেমন পর,
অঙ্গ শীতল হয় নিমাইচাঁদকে হেরিলে।
সে বেদবিধির অগোচর,
অখণ্ড নিত্যস্থল, ও তার নাই টলাটল,
সেরূপ হেরিয়ে নদের চাঁদ কাঙ্গাল হলো॥

(৫)

মানুষ ব্রত সেবা বিনে সুখ আর কি আছে।
একথা নয় মিথ্যা, যদি হয় মানুষে মানুষে কথা,
তবে ঘুচে মনের ব্যথা, মানুষ ধর্‌ব ব'লে তথা,
মানুষ যায় মানুষের কাছে॥
গুরু মানুষ শিষ্য মানুষ, মানুষে মানুষে করে বন্ধু,
মানুষে তরায় ভবসিন্ধু, মানুষ ছাড়া একবিন্দু,
এ সংসারে আর কি আছে॥
মানুষে মানুষে করে লেখা,
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মানুষ লীলা,
প্রমাণ আছে গোলোকপতি, এসে হ'ল নরাকৃতি,
যাহা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি হ'য়েছে॥
ব্রজ কয় কর বিবেচনা, মানুষে মানুষে বেচা কেনা,

মন তোর নিকটে দাঁড়া'ল শমন,
কায়দা পে'লে বাঁধবে তখন,
বলি আমার কথা রাখ, গোসাঞি বলি ডাক,
সাধুসঙ্গ ক'রে তরাও মোরে ॥

(৮)

মানুষ ভজন অতি সোজা ।
নাইক তায় যোগ উপবাস, কেবল বিশ্বাস,
ক'রে দেখ কতই মজা ॥
আশ্রয় অনুজ্ঞা হ'লে, অসৎসঙ্গ ত্যজিলে,
অন্ত শান্ত হ'লে, অনায়াসে যায় বোঝা ।
তুমি দিব্য চক্ষে দেখ চেয়ে,
মানুষ কখন পুরুষ কখন মেয়ে,
মানুষের অন্তপেয়ে, নারী হিজ্‌ড়ে পুরুষ খোজা ॥
সদা সন্তোষ মানুষে, বাস করে সহজ দেশে,
সহজ ভাবে থেকে সে ঘুচায় মোহজা ।
ব্রজ বলে তারা এক বোলে চলে,
তাদের ভেদাভেদ নাই কোন কালে,
অভেদ দেখে সকলে কিবা রাজা কিবা প্রজা ॥

(৯)

সহজ মানুষ ধর্‌বি যদি মন ।
তবে থাক সদা সচেতন ॥
কি ক্ষণে ভবে এলাম, সাধু গুরু না চিনিলাম,
শ্রীগুরুর চরণ ভাব্‌লে পরে হবে রে প্রেম উদ্দীপন ॥
কেন রে মন ভবে এসে, সাধন ছেড়ে রইলি বসে,

নিত্য মানুষ এই, মানুষ রূপে স্বয়ং বর্ত্তমান,
তুমি জান কি সন্ধান,
যদি ভ্রান্তে ভুলে থাক ভাই রে, এই মানুষকে
ধর সবাই ॥
এক মানুষ ত্রিজগৎ ময় প্রকাশ হইল,
ছোট বড় কে আছে বল,
তুমি অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে ভাই রে—
সহজ মানুষ চিন্তে পার নাই ॥
হয় যার মানুষে রতি নিষ্ঠা এ সংসারে,
সে কি অহঙ্কার করে, তারা সমদর্শী,
দিবানিশি, এক মানুষ বই জানে নাই ॥

(১২)

ডাক ভাই একান্তভাবে, তারে ডাক্‌লে নাগাল পাবে।
যদি কাতর হ'য়ে ডাক, সদাই তারে মনে রাখ,
তবে এই ঘটে এসে দেখা দিবে ॥
যদি ইহা ভাব পাছে, আহা কোথায় গেছে,
তবে রস বিনে রসিক কোথায় রবে।
তোমরা স্বামীর চরণ সার কর,
মনের মানুষ ধর,
তবে ঐ ঘটে এসে দেখা দিবে ॥

(১৩)

ভাই মানুষ বিনে তিলেক বাঁচি না।
মানুষের মর্ম্ম জানে সেই রসিক জনা ॥

হ'য়েছিলেন সেই ত্রিলোচন ॥

শুন মন তোমারে বলি, কুপথে যেও না চলি,
তোমায় আবার বলি, এখন মন হও রে চেতন।
সাধু গুরুর কর রে যতন, তবে মিলিবে রতন,
এবার গুরুপদে রতি মতি রাখ রে সর্ব্বক্ষণ ॥
গুরুগৌরব ধরম করম, ছাড় রে মন লজ্জা সরম,
তবে পা'বে সেই মানুষরতন ॥
এ যে ব্রজনাথের বাণী,
ফণীর মাথায় মণি,
কায়মনে ভক্তি কল্লে মিল্‌বে রে সে ধন ॥

(১৮)

ধন্য রে মানুষের সঙ্গ।
সহজ ভাবে এ কি বাদালে রঙ্গ ॥
অতি অপ্রকাশ, হ'লেন গৃহবাস,
স্বদেশে লইয়ে সঙ্গোপাল।
মানুষে মানুষে মিশায়ে মানুষ,
মানুষ রূপে যারে করিতেছ হুঁস,
সেই মানুষ এই মানুষ,
হয়ো না বেহুঁস, সহজ ভাব প্রেমতরঙ্গ ॥
এবার সকাতরে ব্রজ কয়,
ইহার বামাল না পাইয়ে হ'তেছি বিস্ময়,
কত জনার মনে কত উদয় হয়,
মধুর বাজিছে সেতার সারঙ্গ ॥

(২২)

ক্ষেপীমাতা দয়া করি একবার চাও ফিরে।
আমি ভবভয়ে, কাতর হ'য়ে, ডাকি মা তোমারে ॥
ওগো আমায় ষাণ্ডড়ে ছেলে, বলে সকলে,
বল মা যাই কার কাছে আমার কে আছে এ ভূমণ্ডলে,
কিছু বুঝিতে নারি, কৈ'তে নারি, সদা মরি গুমুরে ॥
তুমি সদা বিরাজ কর ভক্তের অন্তরে ॥
মাতা যে তোমার নাম লয়,
আপদ খণ্ডে, বিপদ খণ্ডে, খণ্ডে যমদায়,
ও তার নাইকো ভয় এ ভবসংসারে ॥
ব্রজ বলে অন্তিম কালে,
আমায় যেন না লয় কালে,
সে কালে শ্রীচরণ তরি দিয় অধমেরে ॥

(২৩)

মানুষ খেলা অতি চমৎকার কি বাহার।
দশরথের পুত্র রাম মানুষ অবতার ॥
এই মানুষের দয়াগুণে কাষ্ঠতরি স্বর্ণময়,
শ্রীরামের চরণ স্পর্শে পাষাণী মানুষ হয়,
সেই মানুষের নামাভাসে জীবের নিস্তার ॥
দ্বাপরেতে মানুষ খেলা, করিলেন ব্রজলীলা,
কংসবধি দেবগণে করেন উদ্ধার ॥
কলিতে গৌরাঙ্গ মানুষ, ইহাতে যার আছে হুঁষ,
সে জন হইবে মানুষ মানুষ মূলাধার ॥
বিধি ছেড়ে কর ভজন, তবে পাবে মানুষরতন,

স্বামীচরণ সার করিলে ঘুচিবে যম অধিকার ॥
মানুষ হ'য়ে মানুষ ভজ মানুষ কর সার।
ও রে এই মানুষে করিবে ভবসিন্ধু পার ॥

(২৪)

আমি তাই ভাবি মনে মনে।
শমনের দায় এড়াই কেমনে ॥
ভবে শ্রীগুরু গোসাঞি, বিনে পাবার উপায় নাই,
এমন স্বরূপ জেনে প্রেম কল্পিনারে ভাই,
এবার শঠের সঙ্গে সঙ্গ করি রইলি ভববন্ধনে ॥
আমার অন্তরে ভাব নাই, বাহ্যভাব ধরে বেড়াই,
জগৎকে ভুলাতে পারি, ভুল্‌বে না নিতাই,
নিতাই জগৎ স্বামী অন্তর্যামী—
কৃপা করে মন জেনে।
ভবে আসা যাওয়া যমযাতনা,
আর ত সহে না প্রাণে ॥

(২৫)

নৌকা বাও মন মাঝি ভাই।
হেলা ক'র না বেলা নাই ॥
চরণ মাস্তুলে দাও বাদাম তুলে,
আমরা হাওয়া ধরে ভবপারে যাই।
গুরু নাম বোঝাই কর,
জপরে মন যতই পার,
ঠিক রাখ আপনার ঠাঁই ॥
তোমায় যেতে হ'বে উজান পথে,

গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর।

শিষ্যের প্রশ্ন। সংসারসাগরে কাহার শরণ লইব ?

গুরুর উত্তর। পরমাত্মার পদার-বিন্দ রূপ দীর্ঘ তরণীর শরণ।

শিষ্য। সংসারে বন্দী কে ?

গুরু। যে বিষয়ানুরাগী।

শিষ্য। সংসারে মুক্ত কে ?

গুরু। যে বিষয়ে নিস্পৃহ।

শিষ্য। কোন্ বস্তু ঘোর নরক স্বরূপ ?

গুরু। আপনার দেহ।

শিষ্য। স্বর্গের স্বরূপ কি ?

গুরু। বিষয়বিরাগ।

শিষ্য। কাহার প্রসাদে স্বর্গ লাভ হয় ?

গুরু। অহিংসা।

শিষ্য। কে সুখে নিদ্রা যায় ?

গুরু। সমাধিমান্।

শিষ্য। কে আনন্দে জাগরিত থাকে ?

গুরু। সদসদ্বিবেকী।

শিষ্য। শত্রু কাহারা ?

গুরু। নিজের ইন্দ্রিয়গণ।

শিষ্য। কোন্ সময়ে সেই ইন্দ্রিয়গণ মিত্র হয় ?

গুরু। যখন তাহাদিগকে জয় করা যায়।

শিষ্যের প্রশ্ন। মুক্তির কারণ কি ?
গুরুর উত্তর। আত্মজ্ঞান।
শিষ্য। কে জগৎ জয়ী ?
গুরু। যে মনোজয়ী।
শিষ্য। মহাশূর কে ?
গুরু। যে মনোজ বাণে ব্যথিত নহে।
শিষ্য। কোন্ ব্যক্তি প্রাজ্ঞ ও ধীর ?
গুরু। ললনাকটাক্ষে যে বশীভূত নহে।
শিষ্য। বিষ অপেক্ষা মহাবিষ কি ?
গুরু। বিষয়।
শিষ্য। নিত্যদুঃখী কে ?
গুরু। বিষয়ানুরাগী।
শিষ্য। সংসারে ধন্য কে ?
গুরু। যে পরোপকারী।
শিষ্য। পূজনীয় কে ?
গুরু। যে আত্মতত্ত্বনিষ্ঠ।
শিষ্য। বিজ্ঞ হ'তে মহাবিজ্ঞ কে ?
গুরু। যে রমণী পিশাচী কর্ত্তৃক আবদ্ধ নহে।
শিষ্য। জীবের নিগূঢ় বন্ধন কি ?
গুরু। নারী।
শিষ্য। কোন্ ব্রত অবলম্বনীয় ?
গুরু। অদীনতা।
শিষ্য। দুস্ত্যজ্য কি ?
গুরু। দুরাশা।

শিষ্যের প্রশ্ন। শত্রু হইতে মহাশত্রু কে ?
গুরুর উত্তর। কাম, ক্রোধ, মিথ্যা, লোভ ও তৃষ্ণা।
শিষ্য। দুঃখের কারণ কি ?
গুরু। মমতা।
শিষ্য। সুখের ভূষণ কি ?
গুরু। বিদ্যা ও সত্য।
শষ্যি। কি ত্যাগ করিলে প্রকৃত সুখহয় ?
গুরু। স্ত্রী।
শিষ্য। জগতে কি কি দুর্লভ ?
গুরু। সদ্‌গুরু, সাধুসঙ্গ ও ব্রহ্মজ্ঞান।
শিষ্য। সকল অপেক্ষা দুর্জ্জয় কে ?
গুরু। কাম।
শিষ্য। পশু অপেক্ষা অধম কে ?
গুরু। যে ধর্ম্মাচরণে বিমুখ।
শিষ্য। কোন্ বিষ আশু সুধার ন্যায় বোধ হয় ?
গুরু। রমণীরূপ বিষ।
শিষ্য। বিদ্যুৎবৎ চঞ্চল কি ?
গুরু। ধন, যৌবন ও আয়ু।
শিষ্য। কণ্ঠাগত প্রাণ হইলে কি করিবে ?
গুরু। কামনা ত্যাগ ও ঈশ্বর চিন্তা।
শিষ্য। কোন্ কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রীতিকর ?
গুরু। সংসারে অনাস্থা।
শিষ্য। দিবানিশি কি চিন্তা করিবে ?
গুরু। সংসার মিথ্যা আত্মতত্ত্বজ্ঞান শ্রেষ্ঠ ইহা চিন্তনীয়।

অথ ভূততত্ত্ব ও জাবতত্ত্ব।

শিষ্যের প্রশ্ন। পঞ্চভূত কাহার নাম ?

গুরুর উত্তর। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

শিষ্য। ইন্দ্রিয় কয় প্রকার ?

গুরু। একাদশ প্রকার।

শিষ্য। কি কি ?

গুরু। কর্ম্ম ইন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ ও মন।

শিষ্য। কর্ম্ম ইন্দ্রিয় পঞ্চ কি কি ?

গুরু। কর, চরণ, শিশ্ন, গুহ্য ও মুখ।

শিষ্য। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কি কি ?

গুরু। নেত্র, শ্রুতি, নাসা, রসনা, ত্বক্।

শিষ্য। পঞ্চভূতাত্মা কার বশীভূত ?

গুরু। ষড়রিপুর।

শিষ্য। ষড়রিপু কি কি ?

গুরু। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য

শিষ্য। রিপুর কার্য্য কি ?

গুরু। ইন্দ্রিয়গণকে চৈতন্য দান।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কি ?

গুরু। জীবের তত্ত্ব।

শিষ্য। জীব কে ?

গুরু। আমি।

শিষ্য। তুমি কি প্রকার জীব ?

গুরু। তটস্থ জীব।

শিষ্যের প্রশ্ন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান কিরূপ ?
গুরুর উত্তর। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য, সচ্চিদানন্দ তাঁহাকেই নিত্যচৈতন্য বলা যায়।
শিষ্য। নিত্যচৈতন্য কাহার নাম ?
গুরু। যিনি সদা চৈতন্যযুক্ত, অচৈতন্য রহিত।
শিষ্য। তাঁহার অপর কোন নাম আছে ?
গুরু। শ্রীশ্রীগুরু।
শিষ্য। কি প্রকারে তাঁহাকে জানা যায় ?
গুরু। স্বরূপ জ্ঞানতত্ত্ব দ্বারা।

অথ প্রাণতত্ত্ব।

শিষ্য। প্রাণ কয় প্রকার ?
গুরু। পাঁচ প্রকার।
শিষ্য। কি কি ?
গুরু। সমান, প্রাণ, অপান, উদান ও ব্যান
শিষ্য। প্রাণের স্থিতি কোথায় ?
গুরু। হৃদ্‌কমলে।
শিষ্য। অপান কোথায় থাকে ?
গুরু। গুহ্যে।
শিষ্য। সমানের স্থিতি কোথায় ?
গুরু। নাভিদেশে।
শিষ্য। উদান কোথায় থাকে ?
গুরু। কণ্ঠে।

শিষ্যের প্রশ্ন। তাহার নিম্নে কি আছে ?
গুরুর উত্তর। ব্রহ্মাণ্ড।
শিষ্য। ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা কে ?
গুরু। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।
শিষ্য। ইহাঁদের কর্ত্তা কে ?
গুরু। মহাবিষ্ণু।
শিষ্য। মহাবিষ্ণু হইতে কি হয় ?
গুরু। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয় হয়।
শিষ্য। তাহার প্রমাণ কি ?
গুরু। যঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণ্ড ধারো মহাবিষ্ণু স হি স্মৃতঃ
শিষ্য। মহাবিষ্ণুর উৎপত্তি কিরূপে হয় ?
গুরু। গোলোকনাথ হইতে।
শিষ্য। তিনি কে ?
গুরু। স্বয়ং ভগবান্।
শিষ্য। তাঁহার বিলাস কোথায় ?
গুরু। নিত্য বৃন্দাবনে।
শিষ্য। নিত্য বৃন্দাবন কোথায় ?
গুরু। তদযথা ব্রহ্মাণ্ডোপরি বৈকুণ্ঠস্তদূর্দ্ধে গোলোক স্মৃতং। তদূর্দ্ধে রাজতে ভদ্র নিত্য বৃন্দাবন শুভং।
শিষ্য। তথায় কি হয় ?
গুরু। নিত্য রাস হয়।
শিষ্য। কাহার সহিত ?
গুরু। মূল প্রকৃতির সহিত।

শ্রীগোবিন্দ বামপদে অদ্ভুত লক্ষণ।
ইন্দ্র-ধনু অর্দ্ধচন্দ্র কলস ত্রিকোণ॥
শঙ্খ পদ্ম ও গোষ্পদ আর জম্বুফল।
সফরী মৎস্যের চিহ্ন আছে অবিকল॥
এই ঊনবিংশ চিহ্ন রাধানাথ পদে।
গোপীগণ ভাবে সুখে ধরি স্বীয় হৃদে॥
শ্রীরাধার বামপদে চিহ্ন মনোহর।
যবচক্র ঊর্দ্ধরেখা ধ্বজ পদ্মবর॥
অঙ্কুশ কুসুম আর ছত্র সুশোভন।
ধনুর্জ্যা বলয় লতা শ্রীকৃষ্ণমোহন॥
এবে শুন সাবধানে দক্ষিণপদ চিহ্ন।
মীন রথ পর্ব্বত ও শক্তি ইহা ভিন্ন॥
আছয়ে যে গদা পদ্ম বেদী ও কুণ্ডল।
এই ঊনবিংশ চিহ্ন চরণকমল॥
যুগ যুগ পদচিহ্ন ভক্তিসহকারে।
মুদ্রাঙ্কিত করিবে ভক্ত আপন শরীরে॥
আর নিত্য পূজিবে সেই পদ-চিহ্ন মুদ্রা।
দর্শনে অনন্ত ফল যায় মোহ নিদ্রা॥
ইহার প্রসাদে জন্মে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান।
কহিলাম বৈধিভক্তি শুন মতিমান্॥

শিষ্যের পুনঃ প্রশ্ন। এইরূপ সাধনে কি ফল হয়?

গুরু। অন্তিমে মুক্তি লাভ হয়।

শিষ্য। মুক্তি লাভের অর্থ কি?

গুরু। জন্ম মৃত্যু রহিত হইয়া ঈশ্বরে লীন হয়।

গণ্ডেতে কুণ্ডল তার করে ঝলমল।
মণিহার দ্যুতিমান্ পীন বক্ষঃস্থল॥
রুচিরোষ্ঠ পুটেন্যস্ত মধুর বংশীধ্বনি।
গোপিকার চিত্তমন হরেন আপনি॥
কাঁচুলী কটিতে যার যেন তারাগণ।
স্বর্ণমণিময় কটি কিঙ্কিণী ধারণ॥
নূপুরের রুণুধ্বনি চরণেতে বাজে।
ধ্বজ ব্রজাঙ্কুশ রেখা পদতলে রাজে॥
নখকোণে পূর্ণচন্দ্র উদিত যেমন।
সুকোমল পদতল লাক্ষার বরণ॥
বৈদিগ্ধিনী ব্রজবধূ হয় মনোলোভা।
খণ্ডিতায় চিত্ত হরে সে অপূর্ব্ব শোভা॥
হেম কুম্ভসম রাই, ত্রিভুবনে হেন নাই,
রূপের ছটাতে যার ভুবন প্রকাশে।
ললিতাদি সখীগণ, যার পদে দিয়া মন,
আপন আপন সেবা করে চারিপাশে॥
রাধিকার সখী হয় অসংখ্য গণন।
যূথ যূথ ভিন্ন হয় কে করে গণন॥
প্রধান তাহার মধ্যে অষ্ট সখী হয়।
শ্রীমতীর প্রিয়কার্য্যে রত সদা রয়॥
ললিতা বিশাখা সখী আর সখী চিত্রা।
চম্পলতা রঙ্গদেবী সুদেবী সুচিত্রা॥
ইন্দুরেখা তুঙ্গবিদ্যা এই অষ্ট হয়।
অষ্টসখী অনুচরী গোপী অন্য হয়॥

প্রেমভক্তি যোগে সেবা করে অনুক্ষণ।
শ্রীরূপ মঞ্জরী রতি মঞ্জরী গোপীগণ॥
মঞ্জুলালী লবঙ্গ মঞ্জরী কস্তুরিকা।
শ্রীরাস মঞ্জরী হয় প্রেমের ভাবুকা॥
প্রেমভক্তিময়ী রাধা প্রধান প্রধান।
রসময় রসরূপা রসের নিধান॥
তাহার মহিমা কত নিরূপণ নয়।
অতএব বৃন্দাবনে প্রেমভক্তি হয়॥

সে কারণে শুন ভাই, দোঁহা বিনা গতি নাই,
ভজ দুই জনে সর্ব্বক্ষণ।
বিধিপথ পরিত্যজ, রাগানুগা হয়ে ভজ,
রাগ নইলে মিলে না সে ধন॥
বৈধ কর্ম্ম যাহা করে, পুণ্যচয় সদা করে,
পুণ্যে হয় সুখের উদয়।
সে সুখ অতি তুচ্ছ হয়, কোনই কাজের নয়,
সোনার শৃঙ্খল যেন হয়॥
সে যুগল রূপ ভাই পুণ্যে নাহি মিলে।
প্রথম সোপান তাহা জানে ভক্তকুলে॥
কেবল করেন যিনি পুণ্য আচরণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্যে পুনঃ পুনঃ করয়ে গমন॥
অতএব শুন ভাই সাধন প্রকার।
অনায়াসে হয় যাতে প্রেমের সঞ্চার॥
প্রথম সাধন হয় সাধুসঙ্গ সার।
তাহাতে হৃদয়ে হয় ভক্তির সঞ্চার॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

বেদে যাঁহাকে "অদ্বৈত ব্রহ্ম" বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম কৃষ্ণচৈতন্যের বিগ্রহকান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহেন; আর সাংখ্যশাস্ত্রে আত্মা অন্তর্যামী পুরুষ বলিয়া যিনি বর্ণিত হইয়াছেন, সেই পুরুষ কৃষ্ণচৈতন্যের অংশবিভবমাত্র। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান্ তিনিই স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্য। এই জগতে কৃষ্ণচৈতন্য ব্যতিরেকে পরম তত্ত্ব আর কিছুই নাই।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥

আমি মন্দমতি ও গতিশক্তি হীন, যাঁহারা ঈদৃশাবস্থ আমার একমাত্র গতি, যাঁহাদের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্ব, সেই রাধামদনমোহন জয়যুক্ত হউন।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে অষ্টমাধ্যায়ে
অষ্টম শ্লোকঃ।

বর্ণাশ্রমচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণং॥

স্বীয় বর্ণোক্ত আচারসমূহের অনুষ্ঠানপর হইলেই পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে সমর্থ হন, যে হেতু স্ব স্ব বর্ণসম্মত আচারের অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোন পথই বিষ্ণুর সন্তোষদায়ক নহে।

য়াও তাহাদিগের কর্ত্তৃক জিত হন অর্থাৎ আপনি অন্যের নিকট দুষ্প্রাপ্য হইলেও তাহারা আপনাকে পাইয়া থাকে।

তথাহি পদ্যাবল্যামেকাদশাঙ্কধৃত
রামানন্দরায়কৃত শ্লোকঃ।

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠাপিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥

যেমন যতক্ষণ ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, ততক্ষণ ভক্ষ্য ও পেয় সুখকর হয়; সেইরূপ ভক্তহৃদয় নানা উপচার দ্বারা আত্মার বন্ধুর (ভগবানের) পূজা করিয়াও সুখী হয় না। কেবল একমাত্র প্রেম দ্বারাই আত্মবন্ধুর (ভগবানের) পূজা করিয়া সুখবিগলিত হইয়া থাকে।

তথাহি পদ্যাবল্যাং দ্বাদশাঙ্কধৃত তস্যৈব শ্লোকঃ।

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লোল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

যদি কোন রূপে কৃষ্ণভক্তিরসাভিষিক্ত মতি ক্রয় করিয়া পাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তৎক্রয়ের উপযুক্ত মূল্য কি? কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জই কি তাহার উপযুক্ত মূল্য? না, তাহা নহে কৃষ্ণের প্রতি একান্ত লালসাই সেই মতি ক্রয় করিবার একমাত্র উপযুক্ত মূল্য।

পুঞ্জ পুণ্য ছিল, তাহাতেই তাহারা ভগবানের সহিত সখ্য-ভাবে বিহার করিতে পাইয়াছিল।

ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা যাঁহার অনুভবমাত্র করেন, ভক্তজন অতি গৌরবে যাঁহার আরাধনা করেন, ব্রজবালকগণ যে তাঁহার সহিত সখ্যভাবে বিহার করিতে লাগিল, ইহা তাহাদের অভূতপূর্ব্ব ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে
ষট্‌ত্রিংশ শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং।

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! নন্দ এমন কি মহোদয় শ্রেয়ঃ সাধন করিয়াছিলেন? আর ভগবান্ হরি যাঁহার স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছিলেন, সেই মহাভাগা যশোদাই বা এমন কি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন?

তত্রৈব নবমাধ্যায়ে পঞ্চদশ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং।

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥

শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! ভগবানের প্রসন্নতা অপর ভক্তগণও প্রাপ্ত হয় সত্য বটে, কিন্তু মুক্তিপ্রদ ভগবান্ হইতে যশোদা যে প্রসন্নতা লাভ করিলেন, তাহা ব্রহ্মা পুত্র

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

ভগবান্ গোপীদিগকে বলিতেছেন—

হে সুন্দরীবৃন্দ! তোমাদের সংযোগ নিরবদ্য, তোমাদের প্রতি আমি চিরকালেও স্বীয় সাধুকার্য্য করিতে সমর্থ হইব না; তোমরা দুর্জ্জর গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার ভজনা করিয়াছ।

কিন্তু আমার মন অনেকের প্রতি প্রেমাবদ্ধ হওয়ায় এক-নিষ্ঠ হয় নাই। অতএব তোমাদেরই সাধুকৃত্য দ্বারা তোমা-দের কৃত সাধুকৃত্যের বিনিময় হইল অর্থাৎ তোমাদের শীলতা দ্বারাই আমি অঋণী হইলাম, প্রত্যুপকার দ্বারা হইতে পারি-লাম না।

তথাহি তত্রৈব রাসে ত্রয়ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥

শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন, হে মহারাজ! স্বর্ণময় মণি সকলের মধ্যে ইন্দ্রনীলমণি যেমন সাতিশয় শোভা পায়, তদ্রূপ সেই সমুদয় সুবর্ণবর্ণা সুন্দরী গোপীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া আলিঙ্গিতা অবলাগণ দ্বারা ভগবান্ দেবকীনন্দন অতি-শয় শোভমান হইলেন।

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমীন্দিবরশ্রেণী-
শ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥

অয়ি! তিনি মনোনুরঞ্জন করিয়া সকলেরই আনন্দ সম্পাদন করিতেছেন, ইন্দীবর সদৃশ শ্যামল কোমল অঙ্গের সৌন্দর্য্যে সকলেরই অনঙ্গোৎসব বিধান করিতেছেন। ব্রজ-সুন্দরীগণ চারিদিক্ হইতে স্বচ্ছন্দে তাঁহার প্রতি অঙ্গ আলি-ঙ্গন করিতেছেন। সখি! মুগ্ধ নায়ক কৃষ্ণ আজ্ মধুমাসে মূর্ত্তিমান্ প্রেমরসের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনবত্যধ্যায়ে
দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ প্রতি ভূমাপুরুষবাক্যং।
দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা-
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে॥

হে নারায়ণ! তোমাদের দুই জনকে দেখিবার নিমিত্ত আমি এই দ্বিজবালকগণকে এখানে আনয়ন করিয়াছি, এক্ষণে তোমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলাম। তোমরা পৃথিবীর ভার-হরণ রূপ অসুরবধের নিমিত্ত আমার কলা (অংশ) অর্থাৎ স্বকীয় শক্তিগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছ, অতএব তাহা সম্পন্ন করিয়া শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।

প্রশ্ন। কৃষ্ণের অনুপমগুণসম্পন্না প্রেয়সী কে ?

উত্তর। একমাত্র রাধিকা।

যাঁহার কেশে কুটিলতা, দৃষ্টিতে চঞ্চলতা ও কুচে কঠিনতা, সেই রাধিকাই কৃষ্ণের মনোবাঞ্ছা পূরণে সমর্থ ; অন্যে নহে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং
পঞ্চদশাধিকশতশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।
বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায় প্রেয়সীবশঃ॥

যিনি রসিক, নবযৌবনসম্পন্ন, পরিহাসপটু ও নিশ্চিন্ত তাঁহাকে ধীরললিত কহে ; ধীরললিত প্রেয়সীর নিতান্ত বশীভূত।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং
পঞ্চদশাধিকশতশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।
বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলা প্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং।
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ॥
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরী পাণ্ডিত্যপারঙ্গতঃ।
কৈশোরং সফলী করোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥

হরি কুঞ্জে বিহার পূর্ব্বক এইরূপে কিশোর বয়স অতিবাহিত করিতেন অর্থাৎ যখন তিনি নিশাকালীন ক্রীড়াকৌতুকের বিষয় ঔদ্ধত্যসহকারে সখীগণের নিকট বর্ণনা করিতেন, তৎ শ্রবণে শ্রীমতী রাধিকা ব্রীড়াবনতবদনী হইয়া অবস্থিতি করিতেন এবং কখনও কৌতুকোচ্ছ্বাস শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে

হইয়া উল্লাসিত হইলে কিশলয় পত্র পুষ্প সখীগণও যে নিজ-শরীর সেচনাপেক্ষা শতগুণ অধিক উল্লাস প্রাপ্ত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-
লহর্য্যাং পঞ্চদশাধিকশতাঙ্কধৃত গৌতমীয়তন্ত্রং।
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

গোপরমণীগণের একান্ত প্রেমই "কাম" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; বস্তুতঃ তাহা বিশুদ্ধ প্রেম, এই প্রেম উদ্ধবাদি ভগবদ্ভক্তগণ প্রাপ্তির বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে
ঊনবিংশতি শ্লোকে কৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।
যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥

গোপীগণ ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে, হে প্রিয়! তোমার যে সুকোমল চরণকমল আমাদিগের কঠিন স্তনস্পর্শে ব্যথিত হয়, এই আশঙ্কায় আমরা তাহা আস্তে আস্তে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি এক্ষণে সেই চরণ দ্বারা অটবী পরিভ্রমণ করিতেছ; তাহাতে তোমার সেই সুকোমল পাদপদ্ম কি সূক্ষ্ম পাষাণাদি লাগিয়া ব্যথিত হইতেছে না? অবশ্যই হইতেছে, তাহাই ভাবিয়া আমাদের মতি অতিশয় বিমোহিত হইতেছে। কারণ তুমিই আমাদের পরমায়ুঃ।